শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীউপদেশামৃত

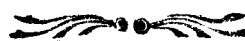

ভক্তির প্রতিকূল কি ?

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥১॥

অন্বয়। যঃ (যেই) ধীরঃ (ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছারহিত পণ্ডিত ব্যক্তি) বাচোবেগং (বাক্যের বেগ) মনসঃ বেগং (মনের বেগ) ক্রোধবেগং (ক্রোধের বেগ) জিহ্বাবেগং (জিহ্বার বেগ) উদর বেগং (উদরের বেগ) উপস্থবেগং (উপস্থের বেগ) এতান্ বেগান্ (এই ষড়্বেগ) বিষহেত (ধারণ করিতে সমর্থ) সঃ (তিনি) ইমাং (এই) সর্ব্বাং (সমস্ত) পৃথিবীং (পৃথিবীকে) শিষ্যাৎ (শাসন করিতে পারেন) । ১।

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

শ্রীরাধারমণো জয়তি ॥ শ্রীচৈতন্যং প্রপদ্যেহং সাবধূতং সভক্তকং। সাদ্বৈতং বিশ্বশক্তীনাং নিধানীকৃতরূপকং ॥ শ্রীকৃষ্ণরাধাচরণাব্জসেবনে সদোদ্যতং তদ্বিধিপাবিতাখিলং। শ্রীরূপগোস্বামিনমাদরেণ তং শৃঙ্গার-সর্ব্বস্বমথোঽনাশ্রয়ে ॥ শ্রীমদ্গোপালভট্টকং তং দীনানুগ্রহকাতরং। নমামি কৃষ্ণচৈতন্যং ভক্ত্যা তাড়িতভূতলং ॥ গোপীনাথঞ্চ তচ্ছিষ্যং রাধারমণ-সেবকং। প্রপদ্যেহং মুদা গৌরভক্ত্যানেকস্য পালকং ॥ যো হি জীবোপদেশস্তু শ্রীমদ্রূপপ্রকাশিতঃ। সাধকানামুপকৃতৌ তদ্ব্যাখ্যারভ্যতে ময়া ॥ শ্রীমজ্জীবনলালস্য পৌত্রো ভৃত্যোপি কশ্চন ॥ তমেব স্বগুরুং নত্বা ব্যাখ্যামারভ্যতে মিতাং ॥ তত্র প্রথমতঃ। "ক্রোধামর্ষাদিভি-ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসং। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিঃ সম্ভাবনা ভবে-দিতি"—ভাগবতে। কারিকাপ্রতিপন্নকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিপ্রতিবন্ধকবাঙ্বেগাদিনিয়মান্ শিক্ষয়তি বাচ ইতি। সর্ব্বাং পৃথ্বীং শিষ্যাদিতি বাগাদিবেগসহনোপযোগেন সংবৃদ্ধয়া ভক্ত্যা সর্ব্বপাবনত্বাৎ। তদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতীতিবৎ সর্ব্বোঽপি জনস্তৎ শিষ্য এবেত্যর্থঃ। তেন চ তত্তদ্বেগসহনস্য ভক্তি-প্রবেশোপযোগিত্বমেব ন তু সাধনত্বং। তস্য স্বপ্রকাশত্বাভ্যুপগমাদেবেতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

গুরুকৃপা-বলে লভি সম্বন্ধ বিজ্ঞান। কৃতিজীব হয়েন ভজনে যত্নবান্ ॥
সেই জীবে শ্রীরূপ-গোস্বামীমহোদয়। উপদেশামৃতে ধন্য করেন নিশ্চয় ॥
গৃহী গৃহত্যাগী ভেদে দ্বিপ্রকার জনে। উপদেশ ভেদ বিচারিবে বিজ্ঞগণে ॥
গৃহী প্রতি এই সব উপদেশ হয়। গৃহত্যাগী প্রতি ইহা পরাকাষ্ঠাময় ॥

বাক্যবেগ মনোবেগ ক্রোধবেগ আর। জিহ্বাবেগ উদর-উপস্থবেগ ছার ॥
এই ছয় বেগ সহি কৃষ্ণনামাশ্রয়ে। জগৎ শাসিতে পারে পরাজিয়া ভয়ে ॥
কেবল শরণাগতি কৃষ্ণভক্তিময়। ভক্তিপ্রতিকূল ত্যাগ তার অঙ্গ হয় ॥
ছয় বেগ সহি যুক্ত-বৈরাগ্য আশ্রয়ে। নামে অপরাধশূন্য হইবে নির্ভয়ে ॥১॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ ॥ যৎকৃপাসাগরোদ্ভূতমুপদেশামৃতং ভুবি।
শ্রীরূপেণ সমানীতং গৌরচন্দ্রং ভজামি তং ॥ নত্বা গ্রন্থপ্রণেতারং টীকা-
কারং প্রণম্য চ। ময়া বিরচ্যতে বৃত্তিঃ পীযূষ-পরিবেশনী ॥ "অন্যাভি-
লাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলং ভক্তিরুত্তমা"—
শ্রীভক্তি রসামৃতসিন্ধু। এই কারিকাসম্মত আনুকূল্যের সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যের
বর্জ্জন সহকারে ভক্তির অনুশীলনই ভজনপরায়ণ ব্যক্তিদিগের নিতান্ত-
প্রয়োজন। আনুকূল্যের সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন শুদ্ধাভক্তির সাক্ষাৎ অঙ্গ
নয়, কিন্তু ভক্তির অধিকারদাতা শরণাপত্তিলক্ষণ-শ্রদ্ধার অঙ্গদ্বয়। যথা
"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে
বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ" ॥—শ্রীভক্তিরসামৃত
সিন্ধু। এই শ্লোকে প্রাতিকূল্যবর্জ্জনের ব্যবস্থা। বাক্যের বেগ, মনের বেগ
ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ, এই ছয়টী যে
ব্যক্তি বিশেষরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হন তিনি এই সমস্ত পৃথিবী শাসন
করিতে পারেন। "ক্রোধামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসং। কথং
তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ"।—শ্রীভাগবত। এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে
জানা যায় যে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা এই সকল
উৎপাত মানবের মনে সর্ব্বদা উদয় হইয়া বাক্যের বেগ অর্থাৎ ভূতোদ্বেগ-
কারী বচনপ্রয়োগ দ্বারা; মানস বেগ, অর্থাৎ নানাবিধ মনোরথ দ্বারা;

ক্রোধের বেগ, অর্থাৎ রূঢ়বাক্যাদি প্রয়োগ দ্বারা ; জিহ্বার বেগ অর্থাৎ মধুর অম্ল কটু লবণ কষায় তিক্ত-ভেদে ষড়্‌বিধ রস লালসাদ্বারা ; উদরের বেগ অর্থাৎ অত্যন্ত ভোজনপ্রয়াসদ্বারা, উপস্থের বেগ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ-সংযোগলালসা দ্বারা মনকে অসদ্বিষয়ে আবিষ্ট করে। সুতরাং চিত্তে ভক্তির শুদ্ধ অনুশীলন হয় না। ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তির চিত্তকে ভক্তিপ্রবণ করিবার জন্য অস্মত্তত্ত্বাচার্য্য শ্রীমদ্রূপগোস্বামী এই শ্লোকটির সর্ব্বাগ্রে অবতরণ করিয়াছেন। উক্ত ষড়্‌বর্গনিবৃত্তি করিবার চেষ্টাই যে ভক্তি-সাধন তাহা নহে, কিন্তু ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের যোগ্যতাসাধন মাত্র। কর্ম্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে এই ষড়্‌বর্গ নিবৃত্তির উপদেশ আছে, তত্তৎ সাধন-প্রণালী ভক্তের পালনীয় নয়। কৃষ্ণনামরূপচরিতাদি শ্রবণ কীর্ত্তন ও অনুস্মরণই সাক্ষাৎ ভক্তি।

ভক্তি অনুশীলনসময়ে উক্ত ষড়্‌বেগ আসিয়া অপক্ক সাধকের সাধনে প্রতিবন্ধকতা আচরণ করে। সেই সময় ভক্ত অনন্যশরণাগতির ভাবে দশ নামাপরাধ দমন চেষ্টার মধ্যে নামবল কৃপায় এই প্রতিবন্ধক ও শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ প্রভাবে দূর করিতে সমর্থ হন। তদাশ্রয় অপরাধ যথা—"শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোধমঃ। অহং মমাতিপরমো নাস্নি সোপ্যপরাধ কৃৎ।"—শ্রীপদ্মপুরাণ। ভক্তগণ যুক্ত-বৈরাগ্যপরায়ণ অর্থাৎ শুষ্ক বৈরাগ্যের অধিকারী নন। সুতরাং বিষয়সংস্পর্শাদি পরিত্যাগের ব্যবস্থা তাহাদের সম্বন্ধে নাই। মনের বেগ যে অসত্তৃষ্ণা, তাহা রহিত হইলেই নেত্র বেগ, ঘ্রাণ বেগ ও শ্রবণ বেগ নিয়মিত হয়, অতএব ষড়্‌বেগজয়কারী আত্মানুগত ব্যক্তি পৃথ্বী জয়ী হন। এই বেগসহনোপদেশ কেবল গৃহীভক্তের পক্ষে, কেন না গৃহত্যাগীর পক্ষে পরাকাষ্ঠারূপ সম্পূর্ণ বেগাদি বর্জ্জন গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

কৃষ্ণেতর কথা বাগ্‌বেগ তার নাম। কামের অতৃপ্তে ক্রোধবেগ মনোধাম॥ সুস্বাদু ভোজনশীল, জিহ্বাবেগদাস। অতিরিক্ত ভোক্তা যেই উদরেতে আশ॥ যোষিতের ভৃত্য স্ত্রৈণ কামের কিঙ্কর। উপস্থবেগের বশে কন্দর্পতৎপর॥ এই ছয় বেগ যার বশে সদা রয়। সে জন গোস্বামী করে পৃথিবী বিজয়॥১॥

অনুবৃত্তি

দয়ানিধি গৌরহরি, কলিজীবে দয়া করি, শিক্ষাষ্টকে শিখাইল ধর্ম্ম। তাঁহার শ্রীমুখ হৈতে, যা শিখিল ভালমতে, প্রভু রূপ জানি সেই মর্ম্ম॥ জীবের কল্যাণ খনি, প্রেমরত্ন মহামণি, গ্রন্থরত্ন সরলে লিখিল। গৌরভক্তকণ্ঠহার, উপদেশামৃত সার, রূপানুগে রূপ নিজে দিল॥ কাল্পনিক নব্যমত, নাম বা করিব কত, ভক্তিপথে যারে বলে ভেল। মায়াবাদী কৃষ্ণ ত্যজি মুখে শুধু গোরা ভজি, ভোগের বিলাসে বিদ্ধি শেল॥ ক্লেশ পায় অবিরত, জড়কামে হয়ে হত, উপদেশামৃতে মানে যম। শ্রদ্ধা করি পাঠ করি, লাভ করে গৌরহরি, জানে রূপপদ বিনা ভ্রম॥ রূপানুগ-জন পদ, লভিবারে সুসম্পদ, রূপানুগজনপ্রীতি তরে। রূপ উপদেশামৃত, শুদ্ধ হরিজনাদৃত, অযোগ্যেও সমাশ্রয় করে॥ গৌর-কিশোর প্রভু, ভকতিবিনোদ বিভু, শুদ্ধভক্তি যেই প্রচারিল। সেই শুদ্ধভক্তি-সূচী, বদ্ধজীব যাহে শুচি, পাইবার তরে এক তিল॥

রূপানুগপূজ্যবরা, শ্রীবার্ষভানবী হরা, তাঁহার দয়িতদাসদাস। রূপানুগ সেবা আশ, শ্রীব্রজপত্তনে বাস, অনুবৃত্তি করিল প্রকাশ ॥

পার্থিব অভিনিবেশে ত্রিবিধ বেগ দৃষ্ট হয়। বাগ্‌বেগ, মানসবেগ ও শারীরবেগ। বেগত্রয়ের হস্তে পতিত হইলে জীব মঙ্গললাভ করিতে পারেন না। তজ্জন্য বেগসহনশীল জীব পার্থিব বস্তুর বশীভূত হইবার পরিবর্ত্তে পৃথিবীকে জয় করিতে সমর্থ হন। বাক্যের বেগ বলিতে নির্ব্বিশেষবাদীর শাস্ত্রীয় জল্পনা সমূহ, কর্ম্মকাণ্ড নিরতের কর্ম্মফলের শাস্ত্রযুক্তি ও কৃষ্ণেতর অভিলাষীর যথেচ্ছাভোগপর অনুভবজন্য বাক্যাবলী। ভগবানের সেবনোপযোগী বাক্‌সমূহের প্রবৃত্তিই কেবল বেগসহনের ফল, উহাই বাগ্‌বেগ নহে। অব্যক্ত বাগ্‌বেগ উচ্চার্য্যমাণ না হইলেও কৃষ্ণেতর বিষয়ক অনুভব জন্য বাক্‌চেষ্টা বিশেষ। মনের বেগ দ্বিবিধ; অবিরোধ প্রীতি ও বিরোধযুক্ত ক্রোধ। মায়াবাদীর বিশ্বাসে প্রীতি, কর্ম্মবাদীর বিশ্বাসে আদর ও অন্যাভিলাষীর মতে বিশ্বাস এই তিন প্রকার অবিরোধ প্রীতি। জ্ঞানী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীর চেষ্টা দেখিয়া নিরপেক্ষ অবস্থানই মনের অব্যক্ত অবিরোধ প্রীতিবেগ। অন্যাভিলাষের অতৃপ্তি জন্য, কর্ম্মফললাভের অতৃপ্তিতে ও মুক্তির অপ্রাপ্তি হেতু ক্রোধ। কৃষ্ণলীলা চিন্তাই মানসবেগ-সহনের ফল, উহাই মানসবেগ নহে। শারীরবেগ ত্রিবিধ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ। ষড় রসের কোন রস লালসায় উত্তেজিত হইয়া সকলপ্রকার পশুমাংস, মৎস্য, কর্কট, ডিম্ব, শুক্রশোণিতজাত শবশ্রেণীস্থ অমেধ্য দ্রব্য, বর্দ্ধনশীল উদ্ভিদ্ লতা

ও শাক, গব্যপ্রকারভেদ প্রভৃতি গ্রহণ করিবার লালসাই জিহ্বার চেষ্টা। অতিরিক্ত লঙ্কা ও অম্ল প্রভৃতি সাধুগণ পরিত্যাগ করেন। হরিতকী, সুপারী প্রভৃতি তাম্বূলোপকরণ, তাম্বূল, ধূম্রপান, গঞ্জিকাদি উৎকট ধূম্রপান, অহিফেন মদ্য প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন জিহ্বাবেগের অন্তর্ভুক্ত। ভগবানের উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধজীব জিহ্বাবেগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ভগবন্নৈবেদ্য পরমাস্বাদকর হইলেও উহা প্রসাদভোজীর নিকট জিহ্বাবেগ নহে। পরন্তু ভগবানের বিলাস-সহচর উত্তম সুস্বাদু দ্রব্যসমূহ নিজ জড়ভোগ বাসনার উদ্দেশে প্রসাদের ছলে গ্রহণ করিবার চাতুরী উপস্থিত হইলে উহাও জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। ধনীর গৃহস্থিত দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত বহুমূল্য পরমাস্বাদ্য উপকরণাদি অকিঞ্চন বৈষ্ণবের গ্রহণ করিবার পিপাসা জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। জিহ্বাবেগ বর্দ্ধন করিতে হইলে নানা-প্রকার অসচ্চেষ্টা ও অসৎসঙ্গ ঘটিবার সম্ভাবনা। "জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" 'ভাল না পরিবে আর ভাল না খাইবে'॥—চরিতামৃতে। উদরবেগ অনেক সময় জিহ্বাবেগেরই সহচর। উদরবেগগ্রস্থ ব্যক্তি অধিকাংশ সময়ে রোগবিশিষ্ট। অধিক ভোজনচেষ্টা করিতে গেলে নানাপ্রকার সাংসারিক অসুবিধা উপস্থিত হয়। অতিভোজী উপস্থবেগের দাস। কৃষ্ণপ্রসাদ সেবা ও কৃষ্ণব্রত একাদশ্যাদি পালনে ও কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তিতে উদরবেগ নিবৃত্ত হয়। উপস্থবেগ দ্বিবিধ—বৈধ ও অবৈধ। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি

শাস্ত্রীয় বিধিমতে নিশ্চির্য্যাপালনপর হইয়া গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া বৈধচেষ্টায় উপস্থবেগ সংযত করেন। অবৈধ উপস্থবেগ নানাবিধ। শাস্ত্রীয় সমাজবিধি ত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীগ্রহণ, অষ্ট প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ পিপাসা, কৃত্রিম মিথ্যাচার, অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থতা। গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়েরই জিহ্বা, উদর ও উপস্থবেগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বৈরাগিভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥ স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী দরশন। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥ যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে। ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥ ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে।" বাক্য মন ও শরীরের পূর্ব্বকথিত ষড়বিধ চেষ্টা যিনি সম্যক্‌রূপে সহ্য করিতে সমর্থ তিনিই গোস্বামী। বেগষট্‌কের হস্তে অবস্থিত থাকিলে জীব গোদাস্য শব্দবাচ্য হন। গোস্বামিগণই কৃষ্ণসেবক। গোদাসগণ মায়ার দাস সুতরাং কৃষ্ণভক্ত হইতে হইলে গোস্বামীর চরণানুগত্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অদান্তগো কখনই হরিসেবক হইতে পারেন না প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোভিপদ্যেত গৃহব্রতানাং। অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত-চর্ব্বণানাং। ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ" শ্রীভাগবত ॥১॥

ভক্তির কণ্টক কি ?

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥২॥

অন্বয়। অত্যাহারঃ (অধিক সঞ্চয় বা আহরণ) প্রয়াসঃ (ভক্তির প্রতিকূল চেষ্টা) প্রজল্পঃ (অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা) নিয়মাগ্রহঃ (স্বাধিকারগত নিয়ম বর্জ্জন এবং অন্য অধিকারগত নিয়ম গ্রহণ) জনসঙ্গঃ (বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী, তত্তৎসঙ্গী, মায়াবাদী, ধর্ম্মধ্বজী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ) লৌল্যঞ্চ (অসৎ তৃষ্ণাময় মত গ্রহণ চাঞ্চল্য) ষড়্ভিঃ (এই ছয়টী দোষদ্বারা) ভক্তি বিনশ্যতি (ভক্তি বিনাশ লাভ করে) ॥ ২ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ইদানীং সাধকচিত্তস্য তাদৃশাভ্যাসাভাবাৎ প্রাকৃতত্বেন তদবস্থায়ামেব ভক্তিবিনাশকপ্রসাধকান্যাহ অত্যাহার ইতি দ্বয়েন। প্রয়াসঃ বিষয়োত্তমক্লেশঃ। প্রজল্পো বৃথৈব তত্তন্নিন্দাদিবাগাড়ম্বরঃ। নিয়মাগ্রহঃ প্রাকৃতে বৈষয়িকনিয়মে আগ্রহঃ। যদ্বা যস্য কস্যাপি ভক্ত্যঙ্গনিয়মস্যাগ্রহণং সাধকস্য রাগাভাবাৎ। বিধিনাপি তদগ্রহে তল্লোভাদিত্যর্থঃ। জনসঙ্গশ্চ। সঙ্গোশ্চ যঃ সংসৃতের্হেতুঃ, সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমোদাস্থিতি, সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ শোচ্যেষু ইত্যাদিভিঃ সর্ব্বত্রৈব নিষিদ্ধঃ। লৌল্যং চাঞ্চল্যং তেন ব্যভিচারো লক্ষ্যতে॥ তস্যাপি পুংশ্চলী চঞ্চলত্ববৎ কদাপি জ্ঞানে কদাপি যোগে কদাপি ভক্তৌ প্রবৃত্তত্বাদ্বিনাশহেতুত্বমিতি॥ ২॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

অত্যাহার প্রয়াস প্রজল্প জনসঙ্গ। লৌল্যাদি নিয়মাগ্রহ হ'লে ভক্তিভঙ্গ ॥ গৃহত্যাগী জনের সঞ্চয় অত্যাহার। অধিক সঞ্চয়ী গৃহী বৈষ্ণবের ছার ॥ ভক্তি-অনুকূল নয় সে সব উদ্যম। প্রয়াস নামেতে তার প্রকাশ বিষম ॥ গ্রাম্যকথা প্রজল্প নামেতে পরিচয়। মতের চাঞ্চল্য লৌল্য অসত্তৃষ্ণাময় ॥ বিষয়ী যোষিৎসঙ্গী তত্তৎসঙ্গী আর। মায়াবাদী ধর্ম্মধ্বজী নাস্তিক প্রকার ॥ সে সব অসৎসঙ্গ ভক্তিহানিকর। বিশেষ যতনে সেই সঙ্গ পরিহর ॥ নিয়ম অগ্রহ আর নিয়ম আগ্রহ। দ্বিপ্রকার দোষ এই ভক্ত গলগ্রহ ॥ একে স্বাধিকারগত নিয়ম বর্জ্জন। আরে অন্য অধিকার নিয়ম গ্রহণ ॥২॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

দ্বিতীয় শ্লোকেও কেবল প্রাতিকূল্য বর্জ্জনের কথা। অত্যাহার প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য এই ছয়টী দোষ ভক্তিবিরোধী। অত্যাহার অধিক আহরণ বা সংগ্রহ বা সঞ্চয়চেষ্টা। গৃহত্যাগী ভক্তের সঞ্চয় নিষেধ ; গৃহিবৈষ্ণবের যাবৎ নির্ব্বাহ সঞ্চয়ের আবশ্যকতা ; ততোধিক সঞ্চয়ে অত্যাহার ; (ভজনপ্রয়াসিগণ বিষয়ীদিগের ন্যায় সেইরূপ করিবেন না,) (ভক্তি বিরোধিচেষ্টা বা বিষয়োদ্যম।) প্রজল্প, কালহরণকারী, অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা।) নিয়মাগ্রহ উচ্চাধিকার প্রাপ্তিসময়ে নিম্নাধিকার-গত নিয়মে আগ্রহ এবং ভক্তিপোষক নিয়মের অগ্রহণ এই দুই প্রকার। জনসঙ্গ,) শুদ্ধভক্ত জনসঙ্গ ব্যতীত অন্য জনসঙ্গ।) লৌল্য, নানা মতবাদী সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য এবং তুচ্ছ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া। প্রজল্প হইতে সাধুনিন্দা এবং লৌল্য হইতেই অন্যদেবে স্বাতন্ত্র্যাদি বুদ্ধি জনিত নামাপরাধ হয় ॥ ২ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষ্য।

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

অত্যন্ত সংগ্রহে যার সদা চিত্ত ধায়। অত্যাহারী ভক্তিহীন সেই সংজ্ঞা পায়॥ প্রাকৃত বস্তুর আশে ভোগে যার মন। প্রয়াসী তাহার নাম ভক্তিহীন জন॥ কৃষ্ণকথা ছাড়ি জিহ্বা আন কথা কহে। প্রজল্পী তাহার নাম বৃথা বাক্য বহে॥ ভজনেতে উদাসীন কর্ম্মেতে প্রবীণ। বহ্বারম্ভী সে নিয়মাগ্রহী অতি দীন॥ কৃষ্ণভক্ত সঙ্গবিনা অন্য সঙ্গে রত। জনসঙ্গী কুবিষয়বিলাসে বিব্রত॥ নানা স্থানে ভ্রমে যেই নিজ স্বার্থতরে। লৌল্যপর ভক্তিহীন সংজ্ঞা দেয় নরে॥ এই ছয় নহে কভু ভক্তি অধিকারী। ভক্তিহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট বিষয়ী সংসারী॥২॥

অনুবৃত্তি

জ্ঞানিগণের অতিরিক্ত জ্ঞানসংগ্রহ, কর্ম্মফলবাদিগণের ফল-সঞ্চয়, অন্যাভিলাষিদিগের অতিশয় সংগ্রহই অত্যাহার। জ্ঞানি-গণের জ্ঞানাভ্যাস বিধি, কর্ম্মির তপস্যা ব্রতাদি, অন্যাভিলাষীর স্ত্রীপুত্রদ্রবিণাদিবিষয়েই প্রয়াস। জ্ঞানিগণের শাস্ত্রীয় বিতণ্ডাজন্য পাণ্ডিত্য, কর্ম্মিগণের অনুষ্ঠানপ্রিয়তা, অন্যাভিলাষীর ইন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক বাক্যাবলিই প্রজল্প। মুক্তিপ্রাপ্তির উদ্দেশে জ্ঞান শাস্ত্রের নিয়মাবলী গ্রহণে আগ্রহ। ইহামুত্র সুখভোগপ্রাপ্তির উদ্দেশে প্রয়োগ শাস্ত্রের নিয়মের প্রতি আসক্তি, তাৎকালিক সুখপ্রাপ্তির উদ্দেশে ইউটিলিটেরিয়ানদিগের ন্যায় নিজ অবস্থোচিত

বিধির প্রতি মর্য্যাদা স্থাপনই নিয়মাগ্রহ। ভক্তিলাভের নিয়মাদিতে উদাসীন। যথেচ্ছাচারকে অনুরাগমার্গ বলিয়া আপনার গর্হণযোগ্য অবস্থাকে বহুমানন করেন। "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলং।" শ্রীহরিভক্তি-বিলাস। কল্যাণকল্পতরু ঃ—"মন তোরে বলি এ বারতা। অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক পায়, বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা॥ সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি তুমি আত্মশুদ্ধি, করিবারে হইলে সাবধান। না নিলে তিলক মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা, নিজে কৈলে নবীন বিধান॥ পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজমত প্রচারিয়া, নিজে অবতার বুদ্ধি ধরি। ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে, মহাজনে ভ্রম দৃষ্টি করি॥ ফোঁটা দীক্ষামালা ধরি, ধুর্ত্ত করে সুচাতুরি, তাই তাহে তোমার বিরাগ। মহাজন পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ, পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ॥ এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি লৈলে ছাই, ইহকাল পরকাল যায়। কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে, দেহান্তে বা কি হবে উপায়॥" "কি আর বলিব তোরে মন। মুখে বল প্রেম প্রেম, বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম, শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥ অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্ফ অকস্মাৎ, মূর্চ্ছা প্রায় থাকহ পড়িয়া। এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ, কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া॥ প্রেমের সাধন ভক্তি, তাতে নৈল আনুরক্তি, শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে। দশ অপরাধ ত্যজি, নিরন্তর নাম ভজি, কৃপা হলে সুপ্রেম পাইবে॥ না মানিলে সুভজন, সাধু

সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন, না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ। না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফলধরি, দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন। অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, যেন সুবিমল হেম, এই ফল ত্রিলোকে দুর্ল্লভ। কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র, তবে প্রেম হইবে সুলভ॥ কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই, তবু কাম প্রেম নাহি হয়। তুমি ত বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেমনাম, আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥" কেন মন কামেরে নাচাও প্রেমপ্রায়। চর্ম্মমাংসময় কাম, জড় সুখ অবিরাম, জড় বিষয়েতে সদা ধায়॥ জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম, চিৎস্বরূপে প্রেম মর্ম্ম, তাহার বিষয় মাত্র হরি। কাম আবরণে হায়, প্রেম এবে সুপ্ত প্রায় প্রেমে জাগাও কাম দূর করি॥ শ্রদ্ধা হইতে সাধু সঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া রঙ্গে, নিষ্ঠা-রুচি আসক্তি উদয়। আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব, এই ক্রমে প্রেম উপজয়॥ ইহাতে যতন যার, সেই পায় প্রেমসার, ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে। এ ক্রম সাধনে ভয়, কেন কর দুরাশয়, কামে প্রেম কভু নাহি লাগে। নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়, তাহে মাত্র ইন্দ্রিয় সন্তোষ। ইন্দ্রিয় তোষণ ছার, সদা কর পরিহার, ছাড় ভাই অপরাধ দোষ॥

নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী বা মুক্তিবাদীর সঙ্গ, ফলকামী কর্ম্মীর সঙ্গ, এবং আশু ইন্দ্রিয়পরায়ণ লৌকিক সঙ্গই জনসঙ্গ। হরিজন-সঙ্গ লাভ ঘটিলে বিষয়ীজনসঙ্গ আপনা হইতেই বিদূরিত হয়। মুক্তি ও ভুক্তিস্পৃহা এবং লৌকিক ইন্দ্রিয় সুখ চেষ্টার

বৃত্তিসমূহই লৌল্য। অত্যাহার প্রয়াস, প্রজল্প নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ, লৌল্য এই ছয় প্রকার সাধন দ্বারা কৃষ্ণানুগত্য প্রবৃত্তি থাকে না। মায়ার রাজ্যে প্রভু হইবার বাসনা বৃদ্ধি পায় ও কৃষ্ণভক্তিই সর্ব্বোত্তমা এরূপ বুঝিবার শক্তি পর্য্যন্তও বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণের জন্য এই গুলি অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তি বৃদ্ধি হয় নতুবা কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রক্ষিপ্ত হইলে ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে ॥ ২ ॥

ভক্তির অনুকূল কি ?

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ
তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ
ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥৩॥

অন্বয়। উৎসাহাৎ (ভক্তির অনুশীলনে উৎসাহ) নিশ্চয়াৎ (দৃঢ়বিশ্বাস) ধৈর্য্যাৎ (অভীষ্ট লাভে বিলম্ব দেখিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন) তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ (শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গপালন এবং কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগবর্জ্জন) সঙ্গত্যাগাৎ (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গীসঙ্গ এবং কৃষ্ণাভক্তরূপ দুঃসঙ্গত্যাগ) সতোবৃত্তেঃ (সাধু মহাজনগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহা হইতে) ষড়ভিঃ (অর্থাৎ এই ছয়টী দ্বারা) ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি (ভক্তি সিদ্ধ হন)। ৩।

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

তত্তদঙ্গানুষ্ঠানে উৎসুকাৎ। নিশ্চয়াৎ বিশ্বাসাৎ। ধৈর্য্যাৎ স্বাভীষ্ট-বিলম্বেঽপি তত্তদঙ্গাশৈথিল্যাৎ। তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ তস্য ভগবদর্থভোগসুখ-পরিত্যাগাদিধর্ম্মস্য করণাদিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং—ভাগবতে। এবং ধর্ম্মৈ মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাং। ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোন্যার্থোঽস্যবিশিষ্যতে ইতি। সতো বৃত্তেঃ সদাচারাৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

আনুকূল্য সঙ্কল্পের ছয় অঙ্গ সার। উৎসাহ বিশ্বাস ধৈর্য্য তত্তৎকর্ম্ম আর ॥ সঙ্গত্যাগ সাধুবৃত্তি করিলে আশ্রয়। ভক্তিযোগ সিদ্ধি লভে সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ভক্তি অনুষ্ঠানে উৎসাহের প্রয়োজন। ভক্তিতে বিশ্বাস দৃঢ় ধৈর্য্যাবলম্বন ॥ যে কর্ম্ম করিলে হয় ভক্তির উল্লাস। যে কর্ম্ম জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে প্রয়াস ॥ অসৎসঙ্গ ত্যাগে হয় সঙ্গবিবর্জ্জন। সদাচার সাধুবৃত্তি সর্ব্বদা পালন ॥ ত্যাগী ভিক্ষাযোগে আর গৃহী ধর্ম্মাশ্রয়ে ॥ করিবে জীবন যাত্রা সাবধান হয়ে ॥৩॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও ভক্তির অনুশীলন এই দুইটীই ভক্তের আবশ্যক। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে ভক্তি অনুশীলনের অনুকূল ক্রিয়া ব্যবস্থা। শেষার্দ্ধে ভক্তজীবনের ব্যবস্থা। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, ভক্তিপোষক কার্য্যানুষ্ঠান, সঙ্গত্যাগ ও সদাচার বা সদ্‌বৃত্তি হইতে ভক্তি সিদ্ধ হন। উৎসাহ, ভক্তির অঙ্গানুষ্ঠানে ঔৎসুক্য। ঔদাসীন্যে ভক্তি লোপ হয়। আদরের সহিত অনুশীলনই উৎসাহ। নিশ্চয়, দৃঢ় বিশ্বাস। ধৈর্য্য, অভীষ্টলাভে বিলম্ব দেখিয়া সাধনাঙ্গে শৈথিল্য না করা। ভক্তিপোষক কর্ম্ম বিধি ও নিষেধ

ভেদে দ্বিবিধ। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি বিধি। কৃষ্ণের জন্য স্বীয় ভোগ সুখ পরিত্যাগাদি নিষেধ। সঙ্গত্যাগ, অধর্ম্ম, স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রৈণভাবরূপ যোষিৎসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গিসঙ্গ এবং অভক্ত অর্থাৎ বিষয়ী মায়াবাদী, নিরীশ্বর ও ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্গত্যাগ। সদ্বৃত্তি, সাধুগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তির দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন। গৃহত্যাগী ব্যক্তির ভিক্ষা ও মাধুকরী এবং গৃহস্থ ভক্তের স্ববর্ণাশ্রম বিধিসম্মত বৃত্তি, ইহাই সদ্বৃত্তি ॥ ৩ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

ভজনে উৎসাহ যার ভিতরে বাহিরে। সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি পাবে ধীরে ধীরে ॥ কৃষ্ণভক্তি প্রতি যার বিশ্বাস নিশ্চয়। শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান্ জন সেই হয় ॥ কৃষ্ণসেবা না পাইয়া ধীরভাবে যেই। ভক্তির সাধন করে ভক্তিমান্ সেই ॥ যাহাতে কৃষ্ণের সেবা কৃষ্ণের সন্তোষ। সেই কর্ম্মে ব্রতী সদা না করয়ে রোষ ॥ কৃষ্ণের অভক্ত-জনসঙ্গ পরিহরি। ভক্তিমান্ ভক্তসঙ্গে সদা ভজে হরি ॥ কৃষ্ণভক্ত যাহা করে তদনুসরণে। ভক্তিমান্, আচরয় জীবনে মরণে ॥ এই ছয় জন হয় ভক্তি-অধিকারী। বিশ্বের মঙ্গল করে ভক্তি পরচারি ॥৩॥

অনুবৃত্তি

জ্ঞান কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ তাৎপর্য্যে যে সকল সাধন বিধান ও রুচিপ্রদ বিষয় কথা আছে তাহাতে উদাসীন হইয়া সাধনভক্তির অঙ্গবিশেষে উৎসাহ। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি

সংযমী।"—শ্রীগীতা। ভগবদ্‌ভক্তিই জীবের একমাত্র পুরুষার্থ তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা। জ্ঞান, কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ মার্গত্রয় নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না এবং একমাত্র ভক্তিমার্গই জীবমাত্রেরই অনুসরণীয় এরূপ স্থিরধারণাই নিশ্চয়। জ্ঞানাদি মার্গত্রয় জীবকে চঞ্চল করায়। একমাত্র ভক্তিপথই শুদ্ধজীবের অবিচলিত মার্গ এরূপ স্থিরবিশ্বাসই ধৈর্য্য। ভক্তিপথ হইতে কোন কালে কাহারও অসুবিধা হইবে না এরূপ ধারণা। "যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিৎ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদঃ।"—শ্রীভাগবত। "খণ্ড খণ্ড হয় যদি ছাড়ে দেহে প্রাণ। তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥"—শ্রীচৈতন্য ভাগবত। মুমুক্ষু ও বুভুক্ষুগণের আদিষ্ট কর্ত্তব্যানুষ্ঠানসমূহে কৃষ্ণেতর সেবা জানিয়া উদাসীন থাকিয়া ভক্তির সাধনকে তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন বলে। ভক্তের ত্রিবিধাধিকারের স্ব স্ব উপযোগী অনুষ্ঠান করা এবং এক অধিকারে অবস্থিত হইয়া ভিন্নাধিকারের চেষ্টা প্রদর্শন না করা। জ্ঞানী কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে বিষয়মূঢ় জানিয়া সঙ্গ পরিবর্জ্জন। ভক্তসঙ্গই একমাত্র বাঞ্ছনীয়। ভক্তসঙ্গীকে জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্ত সকল তাদৃশ আদর করেন না। সুতরাং বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুগণের নিকট আদর পাইবার প্রয়াস করা দূরে যাক্ তাহাদের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখাও উচিত নহে। মুমুক্ষুর বদ্ধাভিমান প্রবল। বদ্ধনিরসন চেষ্টাক্রমে অনিত্য অনুষ্ঠানে প্রয়াসশীল,

বুভুক্ষুর পিপাসাও তাদৃশ তাৎকালিক মাত্র, অন্যাভিলাষীর তো কথাই নাই, এই ত্রিবিধ অনিত্য অভিমানিগণকে ত্যাগ করিয়া নিত্যনামাশ্রিত ভক্ত সাধুর বৃত্তি গ্রহণ কর্ত্তব্য। কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষিতার চেষ্টাসমূহ কখনই ভক্তিপথের সোপান নহে। 'জ্ঞান বৈরাগ্য, ভক্তির কভু নহে অঙ্গ'। ভক্তি ব্যতীত অন্য মার্গত্রয় অসৎ অর্থাৎ নিত্য নহে। 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥"—শ্রীভাগবত। সুতরাং ভক্তিমার্গই সাধুর বৃত্তি। তাঁহাদের অনুগমনই ভক্তিপথ। কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ, সেবাবিষয়ে নিশ্চয়তা, কৃষ্ণসেবায় অচঞ্চলতা, কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে তত্তদনুষ্ঠান, কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য সঙ্গ পরিবর্জ্জন, কৃষ্ণভক্তের অনুসরণ এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয় ॥ ৩ ॥

ভক্তিপোষক সঙ্গ কি ?

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি
গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব
ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥৪॥

অন্বয়। দদাতি (ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্ব্বক দান) প্রতিগৃহ্লাতি (ভক্তদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ) গুহ্যমাখ্যাতি (স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা) পৃচ্ছতি (ভক্তের গুপ্তবিষয় জিজ্ঞাসা করা ভুঙ্‌ক্তে (ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা) ভোজয়তে (ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান) চৈব ষড়্‌বিধং (এই ছয়প্রকার) প্রীতিলক্ষণম্ (সৎসঙ্গরূপ প্রীতির লক্ষণ) ॥ ৪ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ইদানীং ভক্তিপোষকসৎপ্রীতেঃ কার্য্যতটস্থলক্ষণমাহ দদাতীতি স্ফুটমিদম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

অসৎসঙ্গ ত্যাজি সাধুসঙ্গ কর ভাই। প্রীতির লক্ষণ ছয় বিচারি সদাই ॥ দানগ্রহ স্ব স্ব গুহ্য জিজ্ঞাসা বর্ণন। ভুঞ্জন ভোজন দান সঙ্গের লক্ষণ ॥৪॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

জনসঙ্গ ভক্তির প্রতিকূল, সুতরাং ত্যাজ্য। ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে জনসঙ্গশোধক শুদ্ধ ভক্তসঙ্গের প্রয়োজন। ভক্তিপোষক সাধুসঙ্গরূপ প্রীতি এই চতুর্থ শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট। প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে দেওয়া, ভক্তদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ করা, স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুপ্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করা, ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা, এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান, এই ছয়টী সৎপ্রীতির লক্ষণ। এতদ্দ্বারা সাধুসেবা করিবে ॥ ৪ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

দ্রব্যের প্রদান আর আদান করিলে। গোপনীয় বাক্যব্যয় আর জিজ্ঞাসিলে ॥ ভোজন করিলে আর ভোজ্য খাওয়াইলে। প্রীতির লক্ষণ হয় যবে দুই মিলে ॥ ভক্ত জন সহ প্রীতি সঙ্গ ছয় এই। অভক্তে অপ্রীতি করে ভাগ্যবান্ যেই ॥৪॥

অনুবৃত্তি

সঙ্গবিষয়ক নিদর্শনের জন্য প্রীতিলক্ষণ কথিত হইয়াছে। মায়াবাদী এবং মুমুক্ষু ফলভোগবাদী বুভুক্ষু বা বিষয়ী, অন্যাভিলাষী এই তিন সম্প্রদায়ের সহিত প্রীতি সংস্থাপন করিলে তাহাদের সঙ্গজ দোষে ভক্তিহানি হয়। মায়াবাদী প্রভৃতি তিন দলকে পরামর্শ বা অন্য কোন দ্রব্যাদি দিতে নাই—অশ্রদ্দানে হরিনামদান অপরাধের অন্যতম। মায়াবাদী প্রভৃতির নিকট হইতে মোক্ষ ও ভোগবিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করিলে তাহাদের সহিত প্রীতি হয়। মায়াবাদী প্রভৃতি তিনটী দলকে কৃষ্ণভজনের কথা উপদেশ দিতে নাই। ঠাকুর নরোত্তম বলেন, "আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা।" তাঁহাদের গোপনীয় রহস্য শ্রবণের আবশ্যকতা নাই, যেহেতু হরিবিরোধিজন আত্মঘাতী। ঐ ত্রিবিধ দলের নিকট হইতে তাহাদের স্পৃষ্ট কোন বস্তু ভোজন করিতে নাই। ভোজন করিলে তাহাদের কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগপ্রবৃত্তির অংশ গ্রহণ করিতে হয়। 'বিষয়ীর অন্ন

খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হইলে কভু না হয় কৃষ্ণের ভজন"—শ্রীচরিতামৃত। ত্রিবিধ বিষয়ীকে খাওয়াইতে নাই। ভোজন করান ও ভোজন করা এই উভয় ক্রিয়াতেই পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধি হয়। স্বজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত প্রীতি বর্দ্ধিত হইলে জীবের সেই সেই বিষয়ে উন্নতি হয়। বিজাতীয় লোকের সহিত আদান, প্রদান, রহস্যনিবেদন ও শ্রবণ, ভোজন ও ভোজ্য প্রদান রূপ অনুষ্ঠান পরিহার্য্য ॥ ৪ ॥

মধ্যম ভক্তের ত্রিবিধ বৈষ্ণবসেবন কি ?

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥৫॥

অন্বয়। যস্য (যাহার) গিরি (মুখে) কৃষ্ণইতি (এক কৃষ্ণনাম) তং (এইরূপ কনিষ্ঠ অধিকারীকে) মনসা (স্ব সম্পর্কবোধে মনে মনে) (মধ্যম অধিকারী) আদ্রিয়েত (আদর করিবেন)। চেৎ (যদি) দীক্ষাস্তি (কনিষ্ঠ অধিকারী দীক্ষিত হন) ভজন্তং ঈশম্ (এবং হরি ভজনে প্রবৃত্ত থাকেন অর্থাৎ সদসদ্‌বিচারজ্ঞ মধ্যম অধিকারীকে) তদা প্রণতিভিশ্চ (প্রণামাদি দ্বারা) আদ্রিয়েত (আদর করিবেন) অনন্যং (একান্ত কৃষ্ণাশ্রিত) অন্যনিন্দাদি শূন্যহৃদং (কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য প্রতীতি রহিত হওয়ায় নিন্দাবন্দাভেদভাবশূন্য হৃদয়) ভজনবিজ্ঞং (মানস সেবাদ্বারা অষ্টকালীয় লীলায় ভজন পারিপাট্যে কুশল এইরূপ মহাভাগবতকে) ঈপ্সিত সঙ্গলব্ধ্যা

(স্বজাতীয় আশয় স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তম সঙ্গ জানিয়া) শুশ্রূষয়া (প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা) আদ্রিয়েত (মধ্যম অধিকারী আদর করিবেন) ॥ ৫ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা।

ইদানীং স্বরূপসিদ্ধামেব ভক্তিমুপদিশতি কৃষ্ণেতি যস্য গিরাতি। গিরি বাচি শ্রীকৃষ্ণেতি নাম কিন্তু গুরোঃ সকাশাৎ দীক্ষা চেৎ অস্তি। তদা প্রণতিভিরীশং ভজন্তং যতো মানসসেবয়া অষ্টকালীয়ভজনপরিপাটীজ্ঞাতারং অতএব অনন্যং তাদৃশসেবাং বিহায় শ্রীশাদিষ্বপ্যনন্যগতমিত্যর্থঃ। তদুক্তং। তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ। যেষাং শ্রীশপ্রসাদোঽপি মনো হর্ত্তুং ন শক্নুয়াদিতি। অতএব ঈপ্সিতানাং স্বজাতীয়ানাং সঙ্গলাভেন সদৈবান্যাবসরাভাবান্নিন্দাদিশূন্যহৃদয়মিত্যর্থঃ। এতাদৃশং ভক্তিরসিকং মনসা আদ্রিয়েত ইতি। অথবৈবং সম্বন্ধঃ। যস্য গিরি কৃষ্ণেতি তং মনসৈবা-দ্রিয়েত চেদ্ যদি দীক্ষাস্তি। তদা ঈশং ভজন্তং তং প্রণতিভিরাদ্রিয়েত। অনন্যং ভজনবিজ্ঞং তু শুশ্রূষয়া আদ্রিয়েত। অন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদং তন্তু ঈপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা আদ্রিয়েত ইতি। অত্র চ উত্তরোত্তরং উৎকর্ষো জ্ঞাতব্যঃ। আদিনাদ্বেষাদিপরিগ্রহঃ। তদুক্তং। সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ইতি ॥ ৫ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

অসৎ লক্ষণ হীন গায় কৃষ্ণনাম। মনেতে আদর তাতে কর অবিশ্রাম ॥
লব্ধদীক্ষ কৃষ্ণ ভজে যেই মহাজন। প্রণমি আদর তারে কর সর্ব্বক্ষণ ॥
ভজনচতুর যেই তাঁর কর সেবা। কৃষ্ণময় সবে দেখে সুবৈষ্ণব যেবা ॥
শত্রু মিত্র সদসৎ কিছু না বিচারে। সর্ব্বোত্তম সঙ্গ বলি সেবহ তাঁহারে ॥৫॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।"—শ্রীভাগবত। এই শিক্ষানুসারে সাধক যতদিন মধ্যম ভক্তপদবীতে থাকেন, ততদিন তিনি ভক্তসেবায় বাধ্য। সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধ-দৃষ্টিবশতঃ শত্রুমিত্র ভক্তাভক্তাদিভেদ উত্তম ভক্তের নাই। মধ্যম ভক্ত ভজনপ্রয়াসী। এই পঞ্চম শ্লোকে তাঁহার ভক্তগণের প্রতি আচরণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। যোষিৎসঙ্গী প্রভৃতি অভক্তগণকে দূরে রাখিয়া তত্তদ্দোষশূন্য কিন্তু সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞানাভাবহেতু স্বল্পবুদ্ধি কনিষ্ঠগণকে কেবল বালিশ জানিয়া মধ্যম ভক্ত কৃপা করিবেন। তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া স্ব সম্পর্কবোধে মনে মনে তাঁহাকে আদর করিবেন। দীক্ষিত (কনিষ্ঠ) ব্যক্তি যদি হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহাকে প্রণতি দ্বারা আদর করিবেন। অন্যনিন্দাশূন্য মহাভাগবতকে ঈপ্সিতসঙ্গ জানিয়া কৃতার্থবোধে আদর করিবেন। এই প্রকার বৈষ্ণবসেবাই সর্ব্বার্থসিদ্ধির মূল ॥৫॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষ্য

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

কৃষ্ণসহ কৃষ্ণনাম অভিন্ন জানিয়া। অপ্রাকৃত একমাত্র সাধন মানিয়া ॥ যেই নাম লয়, নামে দীক্ষিত হইয়া। আদর করিবে মনে স্বগোষ্ঠী জানিয়া ॥ নামের ভজনে যেই কৃষ্ণসেবা করে। অপ্রাকৃত ব্রজে বসি সর্ব্বদা অন্তরে ॥ মধ্যম বৈষ্ণব জানি ধর তার পায়। আনুগত্য কর তার মনে আর কায় ॥ নামের ভজনে যেই স্বরূপ লভিয়া। অন্য বস্তু নাহি দেখে কৃষ্ণ তেয়াগিয়া ॥ কৃষ্ণেতর সম্বন্ধ না পাইয়া জগতে। সর্ব্বজনে সমবুদ্ধি করে

কৃষ্ণব্রতে ॥ তাদৃশ ভজনবিজ্ঞে জানিয়া অভীষ্ট। কায়মনোবাক্যে সেব হইয়া নিবিষ্ট ॥ শুশ্রূষা করিবে তাঁরে সর্ব্বতোভাবেতে। কৃষ্ণের চরণ লাভ হয় তাহা হ'তে ॥৫॥

অনুবৃত্তি

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ"—শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ। এই শ্লোকের তাৎপর্য্যমতে যাহা হইতে জড়ভোগ-বাসনাত্যক্ত অপ্রাকৃত অনুভব হয়, সেই অনুষ্ঠানকেই বৈষ্ণবগণ দীক্ষা বলেন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ অভিন্ন অপ্রাকৃত তত্ত্ব এবং শ্রীনামই সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ জনের উপাস্য ভজনীয় বস্তু জানিয়া যিনি একমাত্র কৃষ্ণনামাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণ নাম করেন, তাঁহার কৃষ্ণেতর বাগ্বেগ থাকিতে পারে না। তাদৃশ একমাত্র নামপরায়ণ ভাগবতকে মনের সহিত আদর করিবেন। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে শ্রীনামই বিরাজিত আছেন, তাহাতে সম্বন্ধবিবেকের সহিত নামাশ্রয় করিবারই ব্যবস্থা। কৃষ্ণনামাশ্রিতজন ব্যতীত হরিজন হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রীসনাতন শিক্ষায় শ্রীচরিতামৃত ২২ পরিচ্ছেদ—"যাঁহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহ ভক্ত হইবে উত্তম ॥ রতি প্রেম তারতম্যে ভক্তি তর তম ॥" শ্রীচরিতামৃত ১৫ পরিচ্ছেদ—"সত্যরাজ বলে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে। কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য রক্ষণে। প্রভু কহে যাঁর মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণ নাম। সেইত

বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥" শ্রীভাগবত একাদশ স্কন্ধ—"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥" যে ভক্ত নামাশ্রয়ে কৃষ্ণভজন করেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সম্মান করিবে। শ্রীচরিতামৃত মধ্য ১৬ পরিচ্ছেদ—"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে। সে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে ॥" শ্রীসনাতন শিক্ষায়—'শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্। মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্। শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারি ॥" শ্রীভাগবতে একাদশে—'ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥' মধ্যম ভাগবতের শ্রীনামে প্রীতি বর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি শ্রীনামকে পরমপ্রীতির সহিত অনুক্ষণ কীর্ত্তনযজ্ঞে আরাধন করিয়া ভগবানে প্রেম স্থাপন করেন। অপ্রাকৃত শ্রীনামে অনুক্ষণ প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলন করিতে করিতে আপনাকে অপ্রাকৃত বুঝিতে পারেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্পরুচিবিশিষ্ট ভক্তকে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেন। ভগবানে প্রীতিরহিত জনকে, অপ্রাকৃত স্বরূপের অনুভূতিরহিত কেবল প্রাকৃত জানিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন। যে ভক্ত নামভজনে স্বরূপসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন মানস সেবা দ্বারা অষ্টকালীয় লীলায় ভজন-পারিপাট্যে কুশল হইয়া অনন্য এবং কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত দৃশ্যবস্তুতে অন্য অস্তিত্ব উপলব্ধি না হওয়ায় কৃষ্ণেতর অনুভব-রহিত হইয়া নিন্দাদি ভেদভাবরহিত, এরূপ মহাভাগবতকে স্বজাতীয়-আশয় স্নিগ্ধগণের

মধ্যে সকল শ্রেষ্ঠ উত্তমসঙ্গ জানিয়া সেবা করিবেন। শ্রীচরিতামৃত মধ্য ১৬ পরিচ্ছেদ ঃ—"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান। ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণবলক্ষণ। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম॥" ঐ ২২ পরিচ্ছেদ ঃ—"শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি-অধিকারী। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারি॥ শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥" শ্রীভাগবতে—সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।" (১) মহাভাগবত কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শন করিয়া সমদৃক্। তিনি মধ্যমাধিকারীর ন্যায় কৃষ্ণভজনপরায়ণ এবং কনিষ্ঠাধিকারীর ন্যায় একমাত্র নামপরায়ণ। (২) মধ্যমাধিকারী কৃষ্ণে প্রেম, ত্রিবিধ ভক্তে শুশ্রূষা, প্রণতি ও মানসিক আদর-বিশিষ্ট, বদ্ধজীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য সচেষ্ট ও কৃষ্ণদ্বেষীর উপেক্ষা-পরায়ণ, সুতরাং মহাভাগবতের ন্যায় বস্তুমাত্রেরই বাহ্যাভ্যন্তরে সমদৃষ্টিপর নহেন। কল্পনা করিয়া যদি তিনি মহাভাগবতের আচরণ অনুকরণ করেন, তাহাতে তাঁহার কপটতা বৃদ্ধি হইয়া অধশ্চ্যুতির সম্ভাবনা। (৩) কনিষ্ঠাধিকারী কৃষ্ণনামে অখিল মঙ্গল হয় জানিয়া নিজের মঙ্গল বিধান করেন। কিন্তু মধ্যমাধিকারীর আসন যে উচ্চ এবং তাহাই যে তাঁহার ভাবী প্রাপ্যাধিকার, তদ্বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি করেন না। মধ্যম ভাগবত কনিষ্ঠ ভাগবতের ন্যায় একমাত্র নামপরায়ণ। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিয়া অপ্রাকৃত ভজন করিবার পরিবর্ত্তে একমাত্র

কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নিজ প্রাকৃত অনুভূতিরূপ অনর্থ-হস্ত হইতে ক্রম-মুক্তি লাভ করেন। কনিষ্ঠাধিকারী গুর্ব্বভিমানক্রমে আপনাকে অনেক সময়ে মহাভাগবত মনে করিয়া অধঃপতিত হন ॥ ৫ ॥

প্রাকৃত দৃষ্টিতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবদর্শন হয় কি ?

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়। ইহ (এই প্রপঞ্চে অবস্থিত) ভক্তজনস্য (ভগবদ্ভক্তের) স্বভাবজনিতৈঃ (নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ) বপুষশ্চ দোষৈঃ (কদর্য্যবর্ণ, কুগঠন, পীড়া জরাদিজনিত কুদর্শন প্রভৃতি বপুর্দোষ) দৃষ্টৈঃ প্রাকৃতত্বং (প্রাকৃত দৃষ্টিতে) ন পশ্যেৎ (দেখিতে নাই অর্থাৎ প্রাকৃত জীব জ্ঞান করিতে নাই)। যথা বুদ্‌বুদফেনপঙ্কৈঃ (বুদ্‌বুদফেনপঙ্কদ্বারা) গঙ্গাম্ভসাং (গঙ্গাজলের) নীরধর্ম্মৈঃ (নীরধর্ম্মপ্রভাবে) ব্রহ্মদ্রবত্বং (ব্রহ্মদ্রবধর্ম্ম) অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব ন খলু অপগচ্ছতি (কদাপি পরিত্যাগ করেন না অর্থাৎ আত্মস্বরূপলব্ধ বৈষ্ণবের প্রাকৃতদোষ দেখিতে নাই) ॥ ৬ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

প্রাকৃতিকে লোকে তদ্বদাচারেণ ভক্তস্য প্রাকৃতত্বজ্ঞানেপি ন তদ্দৃষ্টিঃ বিধেয়েত্যাহ দৃষ্টৈরিতি। স্বভাবজনিতৈর্ম্মানসৈর্লোভাদিদোষৈঃ কায়িকৈশ্চ মালিন্যজরাদিভির্ভক্তজনস্য প্রাকৃতত্বং ন পশ্যেৎ। লোভাদের্ব্যপদেশত্বেন মালিন্যজরাদেশ্চ সিদ্ধস্বচ্ছরীরাসম্ভবত্বেন তথা দৃষ্টৌ অপরাধাপাতাৎ। তদেবাস্যার্থদর্শনেনাহ গঙ্গাম্ভসামিতি। ব্যক্তমিদম্॥ ৬॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

নীরধর্ম্মগত ফেনপঙ্কাদিসংযুক্ত। গঙ্গাজল ব্রহ্মতা হইতে নহে চ্যুত॥ সেইরূপ শুদ্ধ ভক্ত জড়দেহ গত। স্বভাব বপুর দোষে না হয় প্রাকৃত॥ অতএব দেখিয়া ভক্তের কদাকার। স্বভাবজ বর্ণ কার্কশ্যাদি দোষ আর॥ প্রাকৃত বলিয়া ভক্তে কভু না নিন্দিবে। শুদ্ধভক্তি দেখি তাঁরে সর্ব্বদা বন্দিবে॥৬॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

শুদ্ধভক্তদিগের দোষ দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে প্রাকৃত জ্ঞান করা উচিত নয়, ইহাই ষষ্ঠ শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। শুদ্ধভক্তের কুসঙ্গ ও নামাপরাধ সম্ভব নয়। বপুগত স্বভাবগত কিছু কিছু দোষ থাকে যথা কদর্য্য লক্ষণ, পীড়া, কুগঠন, জরাদিজনিত কুদর্শন এই সকল বপুদোষ। নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ। যেরূপ নীরধর্ম্মপ্রাপ্ত গঙ্গাজল বুদ্‌বুদ্‌ফেনপঙ্কদ্বারা ব্রহ্মদ্রবত্ব পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ আত্মস্বরূপগত বৈষ্ণবগণ জড়দেহের অনুস্যূত জন্ম ও বিকারধর্ম্মের দ্বারা প্রাকৃতত্ব দোষে দূষিত হইবেন না। সুতরাং ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি শুদ্ধ বৈষ্ণবের তত্তদ্দোষদৃষ্টিক্রমে হেয়জ্ঞান করিলে নামাপরাধী হইবেন॥ ৬॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত তাঁর স্বাভাবিক দোষ। আর তাঁর দেহ-দোষে মা করিহ রোষ॥ প্রাকৃত দর্শনে দোষ যদি দৃষ্ট হয়। দর্শনেতে অপরাধ জানিবে নিশ্চয়॥ হীন-অধিকারী হয়ে, মহতের দোষ। সিদ্ধভক্তে হীনজ্ঞানে না পাবে সন্তোষ॥ ব্রহ্মদ্রব গঙ্গোদক প্রবাহে যখন। বুদ্‌বুদফেন-পঙ্ক জলের মিলন॥ অন্যজল গঙ্গালাভে হেয় কভু নয়। তদ্রূপ ভক্তের মল কভু নাহি রয়॥ সাধুদোষ-দ্রষ্টা যেই কৃষ্ণ আজ্ঞা ত্যজি। গর্ব্বে ভক্তিভ্রষ্টা হৈয়া মরে অধো মজি॥৬॥

অনুবৃত্তি

ভক্তের স্বভাবজনিত দোষসমূহ এবং শারীরদোষ সমূহ দ্বারা প্রাকৃত দর্শনে ভক্তকে দৃষ্টি করিবে না। যেরূপ বুদ্বুদফেনপঙ্ক গঙ্গাজলে মিলিত হইলেও নীরধর্ম্মপ্রভাবে গঙ্গোদক ব্রহ্মদ্রবধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না তদ্রূপ প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভক্তের প্রাকৃত দোষসমূহ দেখিয়া তাহাতে ভক্তির অভাব আছে মনে করিতে হইবে না। 'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"—শ্রীগীতা। কৃষ্ণভক্ত, প্রভুবংশে বা আচার্য্যবংশে জন্মগ্রহণ না করিলেও তাঁহাকে "গোস্বামী" "প্রভু" না জানিলে প্রাকৃতদর্শন হয়

মাত্র। প্রভুবংশীয় হরিজন বা আচার্য্যবংশীয় ভক্ত এবং অন্যকুল-প্রসূত হরিজন উভয়েই হরিজন; তাঁহাদের উভয়ের প্রাকৃত বপুদোষগুণ দৃষ্টি করিতে নাই। শুদ্ধকৃষ্ণভক্তকে লৌকিক দৃষ্টিতে অভক্তের তুল্য পরিচয়ে পরিমিত করিলে অপরাধ হয়। আবার ভক্তিমার্গের কিঞ্চিৎ অনুসরণকারী ব্যক্তি আপনাকে ভক্তাভিমান করিয়া প্রাকৃত দুরাচারসম্পন্ন হইলে উপশাখার আশ্রয়ে ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন। যিনি অনন্যশুদ্ধ ভক্ত, তাঁহাতে প্রাকৃত সংসর্গ বা শারীর দুরাচার লক্ষিত হইলে যিনি তদ্দৃষ্টিতে তাঁহাকে হীনবুদ্ধি করেন, তিনি অচিরেই বৈষ্ণবাপরাধী হন। ॥আবার অনন্যভক্তি-লাভ হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা প্রাকৃত দৃষ্টিতে দুরাচার থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গদ্বারা ভক্তিবৃত্তি নষ্ট হয়। ভজনবিজ্ঞ ভক্তে দুরাচার থাকিলে তদ্দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হন। তজ্জন্য প্রাকৃত দৃষ্টির পরিমাণমতে ভক্তদর্শন করিতে নিষেধ। তাদৃশ দুরাচারে অবস্থান, অনন্যভক্তির বিনাশকারক নহে; পরন্তু অল্পবুদ্ধি দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক। যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহা-ভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন। যে সকল ভক্তিপথাশ্রিত বৈষ্ণব কেবলমাত্র প্রভুবংশ্য, আচার্য্যবংশ্য ও বৈষ্ণব বংশ্যগণের মধ্যে হরিভক্তি আবদ্ধ আছে জানিয়া নিজের প্রাকৃত দর্শনে বপুদোষাদি দৃষ্টি করেন অথবা ভক্তির অলৌকিক চেষ্টাসমূহ বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবতকে খর্ব্বদৃষ্টিতে মধ্যমভাগবতের অধীন করিবার প্রয়াস পান, তাঁহাদের

ভক্তিহইতে বিচ্যুতি ঘটে। শৌক্রজাতি মদোন্মত্ত হইয়া ও সিদ্ধ-ভক্তের আচার বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিলে ভক্তি থাকিতে পারে না। জাতরুচি সিদ্ধমহাত্মগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পতিত মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। যেহেতু সিদ্ধমহাত্মা বৈষ্ণবগুরুগণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ ও তাঁহাদিগকে হীনজ্ঞানে কখনই জীবের কোন মঙ্গল হয় না। সুতরাং, প্রাকৃত দৃষ্টিতে সিদ্ধভক্তকে কেবল বদ্ধ প্রাকৃত জীবজ্ঞানে শিষ্য মনে করিয়া সৎপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ। অজাতরতিসাধক ও সিদ্ধভক্তে ভেদ আছে জানিয়া এক ব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে। গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না। শিষ্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহাই বিবেচ্য ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণনামাদি অনুশীলনের প্রণালী কি ?

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥ ৭ ॥

অন্বয়। নু (অহো) অবিদ্যাপিত্তোপতপ্তরসনস্য (যাহার রসনা অবিদ্যাপিত্ত দ্বারা উত্তপ্ত অর্থাৎ যে অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতাবশতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত তাহার নিকট) কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতা অপি (শ্রীকৃষ্ণনামগুণ-

চরিতাদিরূপ সুমিষ্ট মিশ্রিও) রোচিকা ন স্যাৎ (রুচিপ্রদ হয় না)। কিন্তু (যদি) আদরাৎ (আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) অনুদিনং (নিরন্তর) খলু সৈব (সেই কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ মিশ্রি) জুষ্টা সতি (সেবন করা যায় তবে) ক্রমাৎ (ক্রমশঃ) স্বাদ্বী ভবতি (সেই কৃষ্ণনাম-চরিতাদি মিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়) তদ্‌গদমূলহন্ত্রী চ ভবতি (এবং কৃষ্ণবিমুখতারূপ জড়ভোগব্যাধিও উপশম হয়)॥ ৭ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ইদানিং সাধকচিত্তস্যাস্থিরত্বেন নামগ্রহণাদ্যরুচাবপি তদভ্যাসশৈথিল্যং ন বিধেয়মিত্যুপদিশতি স্যাদিতি। অবিদ্যা অনাদিবৈমুখ্যং সৈব পিত্তং তেনোপতপ্তা কষায়িতা রসনা জিহ্বা যস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপি নু অহো রোচিকা ন ভবতোব কিন্ত্বাদরাৎ সৈব সিতা অনুদিনং জুষ্টা সতী ক্রমাৎ স্বাদ্বী তদ্গদমূলাপরাধহন্ত্রী চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

অবিদ্যা পিত্তের দোষে দুষ্ট রসনায়। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে রুচি নাহি হয় হায়॥ সিতপল প্রায় কৃষ্ণকথা অনুদিন। আদরে সেবিতে রুচি দেন সমীচীন॥ কৃষ্ণ কাম্য বিস্মৃতি অবিদ্যা গদমূল। কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ক্রমে হয়ত নির্ম্মূল॥ সেই ক্রমে কৃষ্ণনামাদিতে আস্বাদন। অনুদিন বাড়ে রুচি হয় অনুক্ষণ ॥৭॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

তৃতীয় শ্লোকে যে সমস্ত ভক্তিপোষক গুণাদি বর্ণিত হইয়াছে তৎসহকারে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণনামাদি অনুশীলনের প্রণালী এই সপ্তম শ্লোকে বলিতেছেন। অবিদ্যাপিত্তোপতপ্ত রসনায় কৃষ্ণনামচরিতাদি-

কীর্ত্তনে রুচির অভাব হয়। কিন্তু আদরের সহিত অনুদিন সেবিত হইলে নামচরিতাদিরূপ মিশ্রি অবিদ্যা-রোগকে নাশ করতঃ পরম স্বাদী হইয়া উঠে। কৃষ্ণরূপবিভুচৈতন্য সূর্য্যের কিরণ-কণরূপ জীবনিচয় স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস্যবিস্মৃতিদোষে জীবগণ অবিদ্যারূপ অজ্ঞানগুণকে বরণ করতঃ স্ব-স্বভাব ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণনামাদিতে রুচিশূন্য হইয়াছেন। আবার সাধুগুরুপ্রসাদে অনুদিন সেই নামচরিতাদি গান ও স্মরণ করিতে করিতে স্ব-স্বভাব লাভ করেন। যে পরিমাণে স্ব-স্বভাব পুনরুদ্দীপিত হয়, সেই পরিমাণে ক্রমশঃ নামাদিতে রুচি বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যানাশ হয়। সিতপলই তুলনাস্থল। পিত্তোপতপ্ত রসনায় মিশ্রি প্রথমে ভাল লাগে না, ক্রমশঃ মিশ্রি সেবন করিতে করিতে পিত্ত যত নাশ হয়, ততই মিশ্রি ভাল লাগে। অতএব পরম উৎসাহ, বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের সহিত কৃষ্ণানামোদিত রূপলীলাদি শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ করিবে॥ ৭॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষ্য

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

কৃষ্ণনামরূপগুণলীলা চতুষ্টয়। উপমা মিশ্রির সহ স্বাদ তুলা হয়॥ অবিদ্যা পিত্তের তুলা, তাতে জিহ্বা তপ্ত। জিহ্বার আস্বাদ-শক্তি তপ্তহেতু সুপ্ত॥ অপ্রাকৃত জ্ঞানে যদি লও সেই নাম। নিরন্তর নাম লৈলে ছাড়ে পীড়াধাম॥ নামমিশ্রি ক্রমে ক্রমে বাসনা শমিয়া। নামে রুচি করাইবে কল্যাণ আনিয়া॥৭॥

অনুবৃত্তি

কৃষ্ণনাম চরিতাদি, মিশ্রির সহ উপমা। অবিদ্যা, পিত্তের সহ উপমা। যেরূপ পিত্তোপতপ্ত জিহ্বায় সুমিষ্ট মিশ্রিও

রুচিপ্রদ হয় না, তদ্রূপ অনাদি কৃষ্ণবিমুখতাক্রমে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ সুমিষ্ট রুচিপ্রদ মিশ্রিও ভাল লাগে না। কিন্তু যদি আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেই কৃষ্ণনামচরিতাদি রূপ মিশ্রি সেবন করা হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদিরূপ মিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে এবং কৃষ্ণবহির্ম্মুখবাসনারূপ জড়ভোগব্যাধি বিদূরিত হয়। "তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।"—শ্রীপদ্মপুরাণ। অবিদ্যাবশে জীব দেহ, দ্রবিণ, জনতা, আসক্তি এবং ভগবান্ ও তদভাব মায়াকে (অভিন্ন বস্তু জ্ঞানরূপ ভ্রান্তিকে) বহুমানন করিয়া, নিজ স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হয়। কৃষ্ণনামবলে তাহার অবিদ্যাজাত অভিমান কুজ্ঝটিকার ন্যায় অপগত হয়। সে সময় কৃষ্ণভজনই ভাল লাগে ॥ ৭ ॥

ভজন-প্রণালী কি ? ভক্তের বাস কোথায় ?

তন্নামরূপচরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥৮॥

অন্বয়। ক্রমেণ (ক্রমপন্থানুসারে) রসনামনসী (কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য রুচিপর রসনাকে এবং কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য চিন্তাপর মনকে) তন্নামরূপচরিতাদি

(সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলার) সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ (সম্যক্ কীর্ত্তনে এবং অনুক্ষণ স্মরণাদিতে) নিযোজ্য (নিযুক্ত করিয়া) তিষ্ঠন্ ব্রজে (জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাসপূর্ব্বক) তদনুরাগিজনানুগামী (ব্রজবাসী জনের অনুগত হইয়া) কালং নয়েৎ (নিখিল কাল যাপন করিবে) ইতি (ইহাই) অখিলং (সমস্ত) উপদেশসারম্ (উপদেশের সার) ॥ ৮ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

নন্থ তাদৃশাভ্যাসো কুত্র স্থিত্বা বিধেয়ঃ মনশ্চ কুত্র নিযোজ্যমিত্যা-কাঙ্ক্ষায়ামুপদেশসারমাহ তদিতি। তস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্বেন তাদৃশরূঢ়্যা যশোদানন্দনত্বেন চ ব্রজে খ্যাতস্য নামরূপচরিতাদিবিষয়িকে যে কীর্ত্তনানুস্মৃতী তয়োঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য ব্রজ এব তিষ্ঠন্ সন্ অখিলং কালং নয়েৎ। নন্থ ভক্তেশ্চ ভক্তানুগত্যানুরূপত্বাদ্ভক্তানাং চ দ্বৈবিধ্যাৎ কেনুগম্যা ইত্যাশঙ্ক্যাহ তদনুরাগিজনানুগামীতি। তং ব্রজং ব্রজস্থলীলা-ন্তঃপাতিনং নরলীলং ভক্তমনুগন্তুং শীলং যেষাং তেষাং গুর্ব্বাদিজনানামিত্যর্থঃ। ব্রজানুরাগিজনানুগামী সন্ ন তু পুরাদ্যনুরাগিজনানুগামী সন্ ইতি বা। ভক্তানাঞ্চ তটস্থলীলান্তঃপাতিত্বাদয়ো ভেদা ন প্রীতয়ে অনুরাগায় ইত্যস্য শ্লোকস্য বৈষ্ণব-তোষিণ্যাং দৃশ্যা ইতি ॥ ৮ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

নামাদির স্মৃতি আর কীর্ত্তন নিয়মে। নিয়োজিত কর জিহ্বা চিত্ত ক্রমে ক্রমে ॥ ব্রজে বসি অনুরাগীর সেবা অনুসার। সর্ব্বকাল ভজ এই উপদেশ সার ॥৮॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

এই অষ্টম শ্লোকে ভজনপ্রণালী ও স্থানের ব্যবস্থা। ক্রমোন্নতি প্রণালীতে নৈরন্তর্য্য সাধনাভিপ্রায়ে নামরূপচরিতাদির সুন্দর কীর্ত্তন ও স্মরণবিধি যোগে রসনা ও মনকে নিযুক্ত করিয়া ব্রজে বাস পূর্ব্বক ব্রজরসানুরাগিজনের অনুগত হইয়া নিখিল কাল যাপন করিবে। এই মানস সেবায় মানসে ব্রজবাসেরই প্রয়োজনীয়তা ॥ ৮ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

কৃষ্ণ নাম রূপ গুণ লীলা চতুষ্টয়। গুরুমুখে শুনিলেই কীর্ত্তন উদয় ॥ কীর্ত্তিত হইলে ক্রমে স্মরণাঙ্গ পায়। কীর্ত্তন স্মরণকালে ক্রম পথে যায় ॥ জাতরুচি-জন জিহ্বা মন মিলাইয়া। কৃষ্ণ-অনুরাগি ব্রজজনানুস্মরিয়া ॥ নিরন্তর ব্রজবাস মানস ভজন। এই উপদেশ-সার করহ গ্রহণ ॥৮॥

অনুবৃত্তি

অজাতরুচি সাধক অন্যরুচিপর রসনা ও অন্যাভিলাষী মনকে ক্রমপন্থানুসারে কৃষ্ণনাম রূপ গুণ লীলা কীর্ত্তন ও স্মরণাদিতে নিয়োগ করিয়া জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাস করিয়া ব্রজবাসিজনের অনুগমন পূর্ব্বক কালাতিপাত করিবেন। ইহাই অখিল উপদেশ-সার। সাধকজীবনে আদৌ শ্রবণ দশা, তৎকালে কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে বরণ দশায় উপস্থিত হইলে শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। নিজ ভাবের

সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে স্মরণাবস্থা। স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি ও সমাধিভেদে স্মরণ পাঁচপ্রকার। বিক্ষেপমিশ্র স্মরণ, অবিক্ষিপ্ত স্মরণরূপা ধারণা, ধ্যাত বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গভাবনাই ধ্যান, সর্ব্বকাল ধ্যানই অনুস্মৃতি, ব্যবধানরহিত সম্পূর্ণ নৈরন্তর্য্যই সমাধি। স্মরণদশার পরেই আপন দশা। এই অবস্থায় সাধক নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। পরে সম্পত্তি দশায় বস্তুসিদ্ধি। বৈধ ভক্তগণ "কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।" —শ্রীচরিতামৃত। তাহাতে তাহাদের রুচি জন্মে। রুচি জন্মিলে "বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।" "রাগানুগা ভক্তিমুখ্যা-ব্রজবাসিজনে। তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে।" "ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥"—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু। 'রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥ লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রবৃত্তি॥ বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন। বাহ্য সাধক দেহে করি শ্রবণ কীর্ত্তন॥ মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥" "সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সু না কার্য্যা, ব্রজলোকানুসারতঃ।" "নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥" কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা। "দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।"—চরিতামৃত।

শান্তরসে গো বেত্র বেণু কদম্বাদি, দাসরসে চিত্রক পত্রক রক্তকাদি, সখ্যরসে বলদেব শ্রীদাম সুদামাদি, বাৎসল্যরসে নন্দ যশোদাদি, মধুর রসে রাধিকা ললিতাদি ব্রজবাসী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যে মানসসেবনাদিই উপদেশসার ॥৮॥

ভজনস্থানমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কি ?

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণা-
ত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥৯॥

অন্বয়। জনিতঃ (শ্রীকৃষ্ণের জন্মনিবন্ধন) বৈকুণ্ঠাৎ (ঐশ্বর্য্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে) মধুপুরী (মাথুর মণ্ডল অর্থাৎ মথুরা) বরা (শ্রেষ্ঠা) তত্রাপি (মথুরামণ্ডলের মধ্যে) রাসোৎসবাৎ (রাসোৎসবনিবন্ধন) বৃন্দারণ্যং বরং (বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ)। তত্রাপি (সেই বৃন্দাবনমধ্যে) উদার-পাণি-(শ্রীকৃষ্ণের) রমণাৎ (নানাপ্রকার রমণস্থান বলিয়া) গোবর্দ্ধনঃ বরঃ (শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ)। ইহাপি (এই গোবর্দ্ধনের সন্নিকট)

গোকুলপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ (প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবন-ক্ষেত্র বলিয়া) রাধাকুণ্ডং বরং (শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ)। গিরিতটে (শ্রীগোবর্দ্ধন প্রান্তে) বিরাজতঃ (বিরাজমান) অস্য (এই শ্রীরাধাকুণ্ডের) কঃ বিবেকী (কোন্ ভজনবিজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত) সেবাং ন কুর্য্যাৎ (সেবা না করিবেন ?) ॥ ৯ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

তত্র পূর্ব্বং যদ্ ব্রজ এব তিষ্ঠন্ ইত্যুক্ত্বা তত্রাপি কুত্রেত্যত আহ বৈকুণ্ঠাদিতি। জনিতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারণাদ্ধেতোঃ বৈকুণ্ঠাৎ সকাশাৎ মধুপুরী বরা মাথুরং মণ্ডলমুৎকৃষ্টম্। তত্রাপি রাসোৎসবাদ্বৃন্দারণ্যং। তত্রাপি উদারপাণেঃ শ্রীব্রজরাজকুমারস্য রমণাৎ ক্রীড়নপ্রাচুর্য্যতঃ যদ্বা শ্রীকৃষ্ণস্য উদারপাণৌ রমণাৎ ক্রীড়য়া ধৃতঃ শ্রীগোবর্দ্ধনঃ। ইহাপি শ্রীরাধাকুণ্ডং তত্র হেতুঃ গোকুলেত্যাদি। গোকুলপতেঃ শ্রীগোকুলেন্দ্রস্য যৎ শ্রীরাধাবিষয়কং প্রেমামৃতং তৎ কর্ত্তৃকং যদা প্লাবনং সংব্যাপনং তস্মাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ। তদুক্তং। যদা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং তথা প্রিয়মিতি। অথবা গোকুলপতিসম্বন্ধি যৎ প্রেমামৃতং তেনৈব ভক্তস্যাপ্লাবনং ভবতি যস্মিন্ ততো এব হেতোরিতি যস্মাদ্ গিরিতটে বিরাজতঃ প্রকাশমানত্বেন স্থিতস্যাস্য শ্রীকুণ্ডস্য সেবাং কো বা বিবেকী ন কুর্য্যাৎ অপি তু সর্ব্ব এবেতি যথোত্তরং হেতুপ্রকর্ষাত্তত্তৎস্থানস্য চিদ্রূপাস্তবিশেষেপি স্বরূপশক্তিস্বাভাবিকবৈচিত্রীবশাদেব শ্রেষ্ঠমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মাথুরমণ্ডল। তদপেক্ষা বৃন্দাবন যথা রাসস্থল ॥ তদপেক্ষা গোবর্দ্ধন নিত্য কেলিস্থান। রাধাকুণ্ডে তদপেক্ষা প্রেমের বিজ্ঞান ॥৯॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

ভজনস্থান মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা নবম শ্লোকে প্রদর্শিত হইল। কৃষ্ণজন্মনিবন্ধন ঐশ্বর্য্যময় পরমব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠা। মথুরা মণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসবনিবন্ধন বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার রমণস্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধন নিকটস্থ শ্রীমদ্রাধাকুণ্ড বিরাজমান। তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষ আপ্লাবন নিবন্ধন তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ ভজনবিবেকী পুরুষ সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন? তথায় স্থূলদেহে বা লিঙ্গদেহে নিরন্তর বাস করতঃ পূর্ব্বোক্ত ভজনপ্রণালী অবলম্বন করিবেন॥ ৯॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা মথুরা নগরী। জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি॥ মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন ধাম। যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব কাম॥ বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন শৈল। গিরিধারী গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল॥ গোবর্দ্ধন হৈতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ডতট। প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল লম্পট॥ গোবর্দ্ধন গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি। অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জ পুষ্পবাড়ী॥ নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর। কুণ্ডতীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার॥৯॥

অনুবৃত্তি

পরব্যোমধামস্থ বৈকুণ্ঠ অন্যধাম অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ভগবানের জন্ম নিবন্ধন মাথুরমণ্ডলের শ্রেষ্ঠতা। কৃষ্ণের

রাসস্থলী বৃন্দাবন মথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বচ্ছন্দবিহারস্থলী গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া গোবর্দ্ধন অপেক্ষা রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। কোন সুবিচক্ষণ সন্তক্ত গোবর্দ্ধন গিরিতটে প্রকাশমান শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবা বর্জ্জিত হইয়া অন্য সেবায় মনোনিবেশ করিবেন? শ্রীমহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চতম ভাব রাধাকুণ্ড সেবাকেই পরম পরকাষ্ঠাসেবারূপে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা শ্রীনিম্বার্কাদি সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা গৌরভক্তিহীন মধুররসাশ্রিত ভক্তগণেরও সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় ও অগম্য ॥৯॥

ভজনকারীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে?

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ-
স্তাভ্যোপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী
তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥১০॥

অন্বয়। কর্ম্মিভ্যঃ (সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মনিরত পুণ্যবান্ কর্ম্মী হইতে পরিতঃ (সর্ব্বতোভাবে) জ্ঞানিনঃ (গুণত্রয়বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞানী) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়তয়া (প্রিয় বলিয়া) ব্যক্তিং যযুঃ (শাস্ত্রে উল্লেখ আছে) তেভ্যঃ (সর্ব্বপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী অপেক্ষা) জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ (জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তিপ্রধান সনকাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়) ততঃ (সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধ ভক্তগণ অপেক্ষা) প্রেমৈকনিষ্ঠাঃ (প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়)। তেভ্যঃ (সর্ব্বপ্রকার প্রেমৈকনিষ্ঠ শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা) তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশঃ (কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়)। তাভ্যোপি (সর্ব্বপ্রকার কৃষ্ণপ্রিয় ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা) সা রাধিকা (শ্রীমতীরাধিকা) প্রেষ্ঠা (শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তপ্রিয়) তদ্বদিয়ং (শ্রীমতী রাধিকা যেরূপ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়) তদীয়সরসী (শ্রীরাধাকুণ্ডও সেরূপ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়)। কঃ কৃতী (কোন্ সৌভাগ্যবান্ কৃষ্ণভক্ত) তাং ন আশ্রয়েৎ (শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃতভাবে বাস করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল-ভজন না করিবেন ?) ॥ ১০ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

শ্রীকুণ্ডস্যৈব বরত্বে রাদ্ধান্তপূর্ব্বক হেত্বন্তরমাহ কর্ম্মিভ্যঃ ইতি। কর্ম্মিভ্যঃ কাম্যকর্ম্মনিষ্ঠতয়া শ্রীভগবতো বৈমুখ্যাৎ কর্ম্মণা জায়তে ইত্যাদিবৎ কেবলকর্ম্মনিষ্ঠেভ্যঃ সকাশাৎ শ্রীভগবতো ব্রহ্মাখ্যসামান্যাবির্ভাব সাম্মুখ্যাৎ জ্ঞানিন এব হরেঃ প্রিয়ত্বেন ব্যক্তিং যযুঃ। তেভ্যোপি যে পূর্ব্বং জ্ঞানেন মুক্তাঃ পুনর্ভক্তিপ্রধানাঃ জ্ঞানিচরাঃ সনকাদয়স্তেভ্যোপি প্রেমৈকনিষ্ঠা নারদাদয়ঃ। তেভ্যোপি তা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভরাদনির্বাচ্যাঃ শ্রীব্রজসুন্দর্য্যঃ হরেঃ প্রিয়তমা ব্যক্তিং যযুঃ। তত্রাপি সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ইতি প্রমাণাৎ শ্রীরাধৈব শ্রীহরের্নিরবধি প্রেমবসতিস্তদ্দেবেয় তদীয় সরসী

চ প্রেষ্ঠা। যতঃ সর্ব্বতোপি বরিষ্ঠাংস্তাং কঃ কৃতী নাশ্রয়েৎ অনন্যত্বেন শরণং ন গচ্ছেদপি তু সর্ব্ব এবেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

চিদন্বেষী জ্ঞানী জড়কর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানিচর ভক্ত তদপেক্ষা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ ॥ প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানি। গোপীগণে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলি মানি ॥ সর্ব্বগোপী শ্রেষ্ঠা রাধা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠা সদা। তাঁহার সরসী নিত্য কৃষ্ণের প্রীতিদা ॥ এ হেন প্রেমের স্থান গোবর্দ্ধন তটে। আশ্রয় না করে কেবা কৃতী নিষ্কপটে ॥১০॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

জগতে যতপ্রকার সাধক আছে, সর্ব্বাপেক্ষা রাধাকুণ্ডতটবাসী ভজন-কারী শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রিয়, তাহা এই দশম শ্লোকে দেখাইতেছেন। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্তভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তমধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্ব গোপী মধ্যে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ রাধিকা প্রিয় সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং, যাহার পরম সুকৃতি থাকে তিনি অবশ্য শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল ভজন করিবেন ॥ ১০ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্ম্মী। হরিপ্রিয়জন বলি গায় সব ধর্ম্মী ॥ কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরিপ্রিয়তর জন। সুখভোগবুদ্ধি

জ্ঞানী না করে গণন॥ জ্ঞানমিশ্র ভাব ছাড়ি মুক্তজ্ঞানী জন। পরাভক্তি সমাশ্রয়ে হরিপ্রিয় হন॥ ভক্তিমান্ জন হৈতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ। প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ॥ গোপী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা। সে রাধাসরসী প্রিয় হয় তাঁর সমা॥ সে কুণ্ড আশ্রয় ছাড়ি কোন্ মূঢ় জন। অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন॥১০॥

অনুবৃত্তি

(১) যথেচ্ছাচারপরায়ণ জীবগণ অপেক্ষা (২) সত্ত্বনিষ্ঠ সুকর্ম্মিগণ কৃষ্ণের প্রিয়, কর্ম্মী অপেক্ষা (৩) গুণত্রয়বর্জ্জিত ব্রহ্মভক্ত জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়, জ্ঞানী অপেক্ষা (৪) শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, শুদ্ধভক্ত অপেক্ষা (৫) প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত অপেক্ষা (৬) ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়, ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতী (৭) বার্ষভানবী কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়তমা তাঁহার কুণ্ডও কৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত অনন্যভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় করিবেন॥১০॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের এত মাহাত্ম্য কেন?

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সিভ্যোপিরাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিংপুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি

অন্বয়। রাধা (শ্রীমতীরাধিকা) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) উচ্চৈঃ (অতিশয়) প্রণয়বসতিঃ (প্রণয়ের পাত্র) প্রেয়সিভ্যোপি তথা (এবং অন্যান্য প্রিয়গণ অপেক্ষাও অধিক পাত্র)। অস্যা কুণ্ডং (শ্রীমতির কুণ্ড) তাদৃগেব (শ্রীমতির তুল্য পরমোত্তম) মুনিভিঃ অভিতঃ (সমস্তমুণিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে ব্যধায়ি (শাস্ত্রে বর্ণিত আছে)। যৎ (যে প্রেম) প্রেষ্ঠৈঃ অপি (নারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও) অলং অসুলভং (অত্যন্ত দুর্ল্লভ) কিং পুনর্ভক্তিভাজং (সাধকভক্তদিগের তো কথাই নাই) তৎপ্রেম (সেই প্রেম) ইদং সরঃ (এই সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড) সকৃৎ অপি (একবার মাত্র স্নাতুঃ (ভক্তিভরে স্নানকারিজনকে) আবিষ্করোতি (প্রদান করিয়া থাকেন) ॥১১॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

নন্থ তদাশ্রয়াৎ কিং মিলতি। তত্র তাদৃশসিদ্ধান্তমেবোপসংহরন্ ততঃ প্রেমোপলব্ধিমাহ কৃষ্ণস্যেতি। যৎ প্রেম কৃষ্ণপ্রিয়ত্বেন খ্যাতৈর্নারদাদিভিঃ অলং দুর্ল্লভ তদাদীনাং তজ্জাতীয় প্রেমাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। তদপি প্রেমকর্ম্মভূতং কর্ত্তৃভূতং ইদং সরঃ স্নাতুঃ সম্বন্ধে আবিষ্করোতি প্রকটয়তি। তৎ কো নাশ্রয়েদিতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥১১ ॥

শ্রীচৈতন্যকৃপা-লেশাৎ তদ্ভক্তানাং মুদে কৃতা। স্বপ্রাজ্ঞাদ্যনুসারেণেত্যুপদেশ-প্রকাশিকা ॥ রাধারমণদাসেন রাধারমণ-সেবিনা। গোবর্দ্ধনোপলালস্য তনুজেন কৃতা ত্বিয়ং। ইতি শ্রীউপদেশামৃতটীকা সমাপ্তা।

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

সকল প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা বৃষভানুসুতা। তাঁহার সরসী নিত্য শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়িতা ॥ মুণিগণ শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্ধারিল। ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি কুণ্ডে স্থির কৈল ॥ সাধন ভক্তির কথা কি বলিব আর। কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠগণের দুর্লভ

প্রেমসার ॥ নিষ্কপটে সেই কুণ্ডে যে করে মজ্জন। কুণ্ড তাঁরে সেই প্রেম করে বিতরণ ॥১১॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

শ্রীরাধাকুণ্ডের স্বাভাবিক মাহাত্ম্য বর্ণন দ্বারা সাধকের চিত্তে দৃঢ়তা উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে একাদশ শ্লোকের অবতারণা। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি এবং অন্য প্রিয়াগণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। মুনিগণ শাস্ত্রে সেইরূপ উৎকর্ষ শ্রীরাধাকুণ্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। কেবল সাধকভক্তদিগের ত কথাই নাই, যে প্রেম নারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও দুর্ল্লভ, তাহা অনায়াসে ভক্তিপূর্ব্বক রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে সেই কুণ্ড প্রদান করেন। সুতরাং, রাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজনপরায়ণদিগের বাসযোগ্য স্থান। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পালা দাসী ভাবে অবস্থিতি করতঃ রাত্রে নিরন্তর নামাশ্রয়-পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজনচাতুরী ॥ ১১ ॥

আনন্দবৃন্দয়ে শ্রীমদ্‌গোস্বামি-বনমালিনঃ। তথা শ্রীপ্রভুনাথস্য সুখায়াত্মনিবেদিনঃ ॥ স্বস্য ভজনসৌখ্যস্য সমৃদ্ধি-হেতবে পুনঃ। ভক্তিবিনোদ-দাসেন শ্রীগোদ্রুমনিবাসিনা ॥ প্রভোশ্চতুঃশতাব্দেহ দ্বাদশাব্দাধিকে মৃগে। রচিতেয়ং সিতাষ্টম্যাং বৃত্তিঃ পীযূষবর্ষিণী। শ্রীশ্রীগোদ্রুম-চন্দ্রার্পণমস্তু ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি। কৃষ্ণপ্রিয় মধ্যে তাঁর সম নাহি ধনী ॥ মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে। গান্ধর্ব্বিকা তুল্য কুণ্ড করয়ে গণনে ॥ নারদাদি প্রিয়বর্গে যে প্রেম দুর্ল্লভ। অন্য সাধকেতে তাহা কভু না সুলভ ॥ কিন্তু রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে। মধুর রসেতে তার স্নানে সিদ্ধি ধরে ॥ অপ্রাকৃত ভাবে সদা যুগল সেবন। রাধাপাদপদ্ম লভে সেই হরিজন ॥১১॥

শ্রীবার্ষভানবী কবে দয়িতদাসেরে। কুণ্ডতীরে স্থান দিবে নিজজন করে ॥ উপদেশামৃত ভাষা করিল দুর্জ্জন। পাঠকালে হরিজন করিহ শোধন ॥ উপদেশামৃত ধরি রূপানুগভাবে। জীবন যাপিলে কৃষ্ণকৃপা সেই পাবে ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপরের যে সকল ভক্ত। কৃষ্ণকৃপা লভিয়াছে গৃহস্থ বিরক্ত ॥ ভাবীকালে বর্ত্তমানে ভক্তের সমাজ। সকলের পদ রজঃ যাচে দীন আজ ॥ ভকতি-বিনোদ প্রভু অনুগ যে জন। দয়িত দাসের তাঁর পদে নিবেদন ॥ দয়া করি দোষ হরি বল হরি হরি। উপদেশামৃত বারি শিরোপরি ধরি ॥

অনুবৃত্তি

কৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়পাত্র এবং প্রিয়াবর্গের শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীমতীর কুণ্ড, শাস্ত্রে মুনিগণ শ্রীমতীর তুল্য পরমোত্তম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। নারদাদি প্রিয়বর্গেরও যে প্রেম সুলভ নহে, অন্য সাধকভক্তের তো তাহা দূরের কথা। কিন্তু একবার

মাত্র রাধাকুণ্ডস্নানকারিজনের সেই প্রেম প্রাদুর্ভূত হয়। প্রেমপূর্ণ রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত বাস ও প্রেমামৃতপ্লাবিত রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত স্নান অর্থাৎ জীব প্রাকৃত জড়ভোগবাসনায় উদাসীন হইয়া শ্রীমতীর ঐকান্তিক আনুগত্যে মানস ভজন করিতে করিতে জীবনাবশেষ এবং জীবিতোত্তর কালে অপ্রাকৃত নিত্য দেহে সাক্ষাৎ নিত্য-সেবা-তৎপর হইয়া রাধাকুণ্ডস্নাতজনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃ লাভ করেন। তাঁহার সৌভাগ্য নারদাদি ভক্তগণেরও দুর্ল্লভ পদবী। বিষয়িগণের কথা দূরে থাকুক, দাস সখা বৎসল রসাশ্রিত ভক্তগণেরও রাধাকুণ্ড স্নান দুর্ল্লভ। রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত স্নানের কথা আর অধিক কি বলিব। স্নানকারী শ্রীবার্ষভানবীর পাল্যদাসী হইবার সৌভাগ্য পর্য্যন্ত লাভ করেন ॥১১॥

গোবিন্দ বচনে জানি, ইহাই গৌরাঙ্গ বাণী, অপ্রকট কালে সারকথা।
নীলাচলে সিন্ধুতীরে, শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে, বলিল শুনিল ভক্ত তথা ॥১॥

গৌরমুখ-উপদেশ, সর্ব্ব অমৃতের শেষ, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুবর।
কর্ণদ্বারা পান করি, লেখনীতে তাহা ধরি, কলিজীবে দিল ভবহর ॥ ২ ॥

শ্রীরাধারমণ দাস, শ্রীরাধারমণ পাশ, রহি এই শ্লোক একাদশ।
করিল সংস্কৃত টীকা, নাম তার প্রকাশিকা, অকিঞ্চন পায় যাতে রস ॥ ৩ ॥

বিস্তারিয়া নিজশক্তি, কলিরাজ প্রেমভক্তি, আচ্ছাদিল যেই মন্দক্ষণে।
দয়াল গৌরাঙ্গ হরি, জীব দুঃখ মনে স্মরি পাঠাইল এক নিজজনে ॥ ৪ ॥

ভকতিবিনোদবর, পীযূষবর্ষিণী কর, উপদেশামৃত যাঁর মূর্ত্তি।
উপদেশামৃত রত্নে, সংগ্রহ করিয়া যত্নে, জীবে করাইল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি ॥ ৫ ॥

কলিহত জীবগণ, উপদেশামৃত ধন, ছাড়ি কৈল নবীন বিধান।
নদে নাগরীর মত, আর বা কহিব কত, কৃষ্ণ ত্যজি মায়ার সন্ধান ॥ ৬ ॥

এহেন সময়ে কলি, মায়াবাদ অস্ত্রে ছলি, কৃষ্ণভক্তি আচ্ছাদন কৈল।
জীবেরে দুর্ব্বল পেয়ে, মিছা ভক্তি ছাঁচ লয়ে, ভবসাগরেতে ডুবাইল ॥ ৭ ॥

বিপ্রলম্ভ মূর্ত্তিমান্, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান, সম্ভোগের পুষ্টির লাগিয়া।
প্রচারিল নিজতত্ত্ব, প্রকাশিয়া শুদ্ধসত্ত্ব, ভজ কৃষ্ণ মায়াকে ছাড়িয়া ॥ ৮ ॥

মায়াবাদ উপদেশ, গৌরাঙ্গ দাসের বেশ, গ্রহণ করিয়া কলিরাজ।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়াইয়া, সম্ভোগের দাস হৈয়া, দেখাইল ছায়া প্রেমসাজ ॥ ৯ ॥

কখন বাউল ব্রত কখন নাগরী মত, নেড়া সহজিয়া কর্ত্তাভজা।
প্রাকৃত সম্ভোগ কথা, প্রচারয় যথা তথা, নাগরীর গৌরভক্তি ধ্বজা ॥ ১০ ॥

কলিজন হয়ে কেহ, আপনাতে গৌর দেহ, প্রকাশ করয়ে অবতার।
কেহ বলে আমি গুরু, আমাকে ভজন কুরু, কামিনীকাঞ্চন আমি সার ॥ ১১ ॥

গৌরভক্তি নাশ করি, কলি ভাসাইল তরি, পারকীয় গৌর প্রেম ছলে।
সখীভেকী গৌরভজা, লইয়া জড়ের মজা, মাতিল আনন্দে কুতূহলে ॥ ১২ ॥

কেহ বলে বিষ্ণুপ্রিয়া, ভজ নিজ প্রাণ দিয়া, রূপানুগ পথ ত্যাগ করি।
রাধাকৃষ্ণ সেবা ত্যজি, থিয়সফি কামভজি, প্রাকৃত ভোগের পথ ধরি ॥ ১৩ ॥

ভূত প্রেত বাদ লয়ে, গৌরপ্রেমে মিশাইয়ে, নিজ ভোগে গড়িল গৌরাঙ্গ।
জড়ভোগে গৌরহরি, গড়াইছি নিজ হরি, বলে তোরা হরি সাঙ্গোপাঙ্গ ॥ ১৪ ॥

আমার গৌরাঙ্গ লহ, বিষ্ণুপ্রিয়া তার সহ, নবীন ভজন শিখ ভাই।
রূপানুগ রঘুনাথ, নাহি সঙ্গ তার সাথ, নিশ্চয় করিয়া কহি তাই ॥ ১৫ ॥

পার্ষদের যেই মত, তাতে আমি নহি রত, তাহাতে আমার কার্য্য নাই।
ভজনেতে আছে দুখ, প্রতিষ্ঠা সম্ভোগ সুখ, তাই ভজি গৌরাঙ্গ নিতাই ॥১৬॥

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, নাশিয়া জগৎ ভ্রম, বসাইল গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া।
মহাজন পথ ধরি, রাধাকৃষ্ণ সদা স্মরি, ব্রজে ভজে নিজ হিয়া দিয়া ॥১৭॥

প্রেমভক্তি স্বরূপিণী, রাধাকৃষ্ণ গৌরবিণী, নারায়ণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
লক্ষ্মীদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া, নীলা দেবী ধাম হিয়া, তিনশক্তি রাধাকৃষ্ণ সেবি ॥১৮॥

গোপী অনুগত হয়ে, মানসে সেবিল ত্রয়ে, রাধাকৃষ্ণ গৌর ভগবানে।
এবে যে নূতন মত, নাগরিয়া কলিহত, ভক্তির নাশক ভক্ত মানে ॥১৯॥

ভকতিবিনোদ নিজ, প্রভুপদ সরসিজ আপনে জানিয়া গৌরভৃত্য।
নরোত্তম পদ স্মরি, মায়াপুরে প্রিয়া হরি, বসাইল জানি নিজ কৃত্য ॥ ২০ ॥

রূপ পাদদর্শিত পথ, স্বচরিত্রে যথাযথ, জগৎ জীবেরে দেখাইল।
ভকতিবিনোদাশ্রিত, প্রেমভক্তি সমন্বিত, উপদেশামৃত তার ফৈল ॥ ২১ ॥

কলির বঞ্চনা যত, তাহে ভক্ত নহে রত, প্রাকৃত করিয়া তাহে মানে।
রূপ শিক্ষামৃত যেই, গৌর শিক্ষামৃত সেই, অন্য শিক্ষা না শুনয়ে কানে ॥২২॥

শ্রীগৌরবিমুখ ভাব, রাধকৃষ্ণ প্রেমভাব, ভকতিবিনোদ দেখে যবে।
সংসারের দেখি গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন মতি, বাতব্যাধি ছলে মৌনী তবে ॥২৩

অবলম্বি জড়ভাব, জড়ত্যাগে ব্রজ লাভ, অনুক্ষণ এই কথা মুখে।
কৃষ্ণভক্তিশূন্য ধরা, দেখি প্রকাশিল জরা, অন্তর দশায় ভজে সুখে ॥ ২৪ ॥

মিছা ভক্ত অভিমানে, মূঢ় লোক নাহি জানে, অপরাধ কৈল ভক্ত পায়।
নিজ ক্ষুদ্র অধিকারে, চায় ভক্তে দেখিবারে অবশেষে অপরাধ হায় ॥ ২৫ ॥

জীবের দুর্গতি হেরি, কত অশ্রুপাত করি, শুদ্ধভক্তি করিতে প্রচার।
আদেশিল ভক্তরাজ, কর গৌরহরি কায, এবে তুমি করিয়া আচার ॥ ২৬ ॥

হৃদয়ে বলিল কেবা, দয়িতদাসের সেবা, গোপীধন কথার কীর্ত্তন।
পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি, তার কর অনুবৃত্তি, প্রচার করহ অনুক্ষণ ॥ ২৭ ॥

বিনোদের পদরেণু, স্মরি যবে আরম্ভিনু, অনুবৃত্তি লিখিতে যখন।
অষ্টশ্লোক হলে পর, ভকতিবিনোদ বর, বিজয় করিল ব্রজবন ॥ ২৮ ॥

অদ্য শুভ রাধাদিনে, কর কৃপা দীনহীনে, শুদ্ধ ভাগবত হরিজন।
অনুবৃত্তি সমাপিয়া, তব করে সমর্পিয়া, দন্তে তৃণ করিয়া ধারণ ॥ ২৯ ॥

গদাধর দিন ধরি, পাইয়াছ গৌরহরি, ভকতিবিনোদ প্রভুবর।
উপদেশামৃত ধারা, সিক্ত হয়ে ভবকারা-সুখমুক্ত হয় যেন নর ॥ ৩০ ॥

চৈতন্যাব্দ চতুঃশত, অষ্টাবিংশ হলে গত, হৃষীকেশ দ্বাবিংশ দিবসে।
শ্রীব্রজপত্তনে বসি, চিন্তি গৌরপদশশী, লভি সুখ রূপানুগ যশে ॥ ৩১ ॥

অনুবৃত্তি সমাপ্ত।

বিচারে প্রেমভক্তি লাভ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হৈয়া লাগে মহিমাজ্ঞান হৈতে॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ ঃ—

শ্রীনাম — হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।

তুলসী-মালায় সংখ্যা নাম — ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥

শ্রীনামের আচার — কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥

শ্রীনামের প্রচার — যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ॥

কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তাই 'গুরু' তিনিই 'সাধু' — কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥
নাচ গাও ভক্ত-সঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ নাম উপদেশি তার সর্ব্বজন॥

কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥

নাম সাধন—
শ্রবণ কীর্ত্তন

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনে
জাতি বিচার নাই

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥

শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনই
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

সাপরাধ নামে
ভক্তিলতা বীজ
অঙ্কুরিত হয় না

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু ত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥

নামাভাসে পাপনাশ
ভবক্ষয়, মুক্তি

এক কৃষ্ণ নাম করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥

শুদ্ধনামের ফলে প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
অষ্টসাত্ত্বিক বিকার স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফলে পাই এত ধন ॥
নামোদয়ে কৃষ্ণ হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
প্রেম তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥

শ্রীগোস্বামিপাদ-বচন ঃ–

শ্রীগৌরনিতাই চৈতন্যনিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
জগদ্‌গুরু, তদাশ্রয়ে নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥
কৃষ্ণনাম স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥
যদি ভজিবে গোরা সরল কর মন।
কপটতা কুটীনাটি ছাড়ি ভজ গোরার চরণ ॥
নিষিদ্ধাচার মনের কথা গোরা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে।
জীবহিংসা সরল হলে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে ॥
পরিত্যজ্য গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥
লোক দেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি ॥
যদি প্রণয় রাখিতে চাহ গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে ॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণব সদাচার

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

অসৎসঙ্গে কৃষ্ণনাম উদয় হন না

অসাধু সঙ্গে কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস সদাই নামাপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥

সাধুসঙ্গেই কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি পান

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
দশ অপরাধ ত্যজ মান অপমান।

যুক্ত বৈরাগ্য সমাশ্রয়ে কৃষ্ণের সংসার কর

অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কর পরিহার॥
জ্ঞানযোগ চেষ্টা ছাড় আর কর্ম্মসঙ্গ।
মর্কট বৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহরঙ্গ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান্॥
কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল।
আত্ম-নিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

বর্ণাশ্রম ত্যাগে কৃষ্ণ ভজন;

এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ॥

শরণাগত ও অকিঞ্চনের একই লক্ষণ

শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে তৎকালে করে আত্মসম ॥

অকিঞ্চনতা ভিন্ন কৃষ্ণ ভজন হয় না

প্রভু কহে বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

অপ্রাকৃত স্বরূপ-দেহে কৃষ্ণ ভজন

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভজয় ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু। ওঁ হরিঃ ওঁ